Contents

একাদশ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আকতার আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৭০ বাং | এপ্রিল—১৯৬৩ ইং

যুল্-কা'দা—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ; ফারিগ-দেওবন্দ	৪৯
২। মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস)	আবু য়ূসুফ দেওবন্দী	৫৭
৩। ইসলাম প্রচার (প্রবন্ধ)	সইয়িদ রশীদুল হাসান, এম-এ, বি-এল	৬৫
৪। হাফিয ইব্‌ন কসীর (জীবনী)	আঃ কাঃ মুহম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী	৭১
৫। লালবেগী (প্রবন্ধ)	আবুন-নঈম চৌধুরী	৭৬
৬। পাকিস্তানে মাদক সেবন (প্রবন্ধ)	আবদুর্‌রহমান বি-এ, বি-টি	৮০
৭। সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৮৪
৮। প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৯০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহবায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	এপ্রিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ, জেলহজ ১৩৮২ হিঃ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৬৯ বংগাব্দ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশস্থান ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

১৫৩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৫৩ হে মুমিনগণ, তোমরা সবর ও নমায অবলম্বনে শক্তির সন্ধান কর;[১৭৩] নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের পক্ষে।

১৫৪ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ

১৫৪ আর যাহারা আল্লার পথে নিহত হয় তাহাদিগকে তোমরা মৃত মনে করিও না;

১৭৩ 'সবর' এর অর্থ ৩৬নং নোটে দেখুন। তারপর রোযা পালনে ও জিহাদে বিশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় বলিয়া কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতে উল্লিখিত 'সবর' এর তাৎপর্য করেন রোযা পালন ও জিহাদ অভিযান।

www.ahlehadeethbd.org

الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون ○

বরং তাহারা জীবিত—কিন্তু তোমরা তাহা অনুভব কর না।[১৭৪]

১৫৫ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرت وبشر الصبرين ○

১৫৫ এবং আমি সামান্য ভয় ও অনাহার দ্বারা এবং ধনে, জনে ও ফলাদিতে ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা তোমাদিগকে অবশ্যই পরীক্ষা করিব। আর [হে নবী, উক্ত বিপদসমূহে] ঐ সকল সবরকারীকে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করুন—[১৭৫]

---

১৭৪ সুরা আল-ইমরাণের ১৬৯-১৭০ আয়াত গুলিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাহারা আল্লার পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা তাহাদের রব্বের নিকটে জীবিত অবস্থায় থাকে,—তাহাদিগকে খাদ্য পৌঁছান হয়। আল্লাহ তাহাদিগকে যে অপ্রত্যাশিত দান দিয়াছেন তাহাতে তাহারা উৎফুল্ল হয়। আর যে সকল লোক [শহীদ হইয়া মরিবে কিন্তু এখন পর্যন্ত শহীদ হয় নাই বলিয়া] তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই [আখিরাতে] তাহাদের কোন ভয়ও নাই এবং তাহারা দুর্দশাগ্রস্তও হইবে না জানিতে পারিয়া তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।"

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত ও নবী করীম স.-র বিভিন্ন হাদীস হইতে জানা যায় যে, নেককার বদকার সকল মানুষেরই আত্মা অমর। কিয়ামতের বিচারের পূর্বে নেককার, বদকার কাহাকেও জান্নাতে বা জাহান্নামে দাখিল করা হইবে না। নেককারকে যেখানে রাখা হইবে সেইখানে তাহাকে রাখিয়াই তাহার জন্য জান্নাতে নির্ধারিত স্থানটি তাহাকে এবং বদকারকে যেখানে রাখা হইবে সেইখানে তাহাকে রাখিয়াই তাহার জন্য জাহান্নামে নির্ধারিত স্থানটি তাহাকে দেখান হইতে থাকিবে।

এই আয়াতে শহীদের অমর হওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, শহীদ ছাড়া অপর নেককার বান্দার মৃত্যুর পরে তাহার আত্মার অমর হওয়ায় স্বরূপ এবং শহীদের আত্মার অমর হওয়ার স্বরূপ এক নয়। শহীদ মৃত্যুর পরেই জান্নাতে দাখিল হ'য়ে যায় কিন্তু অপর নেককার বান্দাকে কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে দাখিল হইতে দেওয়া হইবে না।

সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, **রসুলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,** শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর পেটের মধ্যে অবস্থিত আকারে থাকে। তাহাদের বাসের জন্য লণ্ঠনের মত ঘর আরশের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহারা জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং লণ্ঠন-গুলিতে ফিরিয়া আশ্রয় লয়।

অপর একটি হাদীসে আছে—তাহারা এই ভাবেই থাকিবে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের মানবীয় শরীরে পুনরুত্থিত করিবেন।

কেহ কেহ এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ইহার তাৎপর্য সুনাম ও সুযশ থাকা। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই ভাবার্থ গ্রহণ করা অসঙ্গত। প্রথমতঃ, শুধু শহীদেরই সুযশ দুনিয়াতে বাকী থাকে না। দাতার নাম, বিজ্ঞ ব্যক্তির নাম, সমাজসেবীর নামও বহু যুগ ধরিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বা হাদীসে এইরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ কুরআন মজীদের يرزقون 'তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হয়' বাক্যটি, সহীহ মুসলিমের হাদীসটি এবং এই অর্থে অপর হাদীস গ্রন্থগুলির হাদীসের সঙ্গে এই ভাবার্থ মোটেই খাপ খায় না।

১৭৫ ভবিষ্যতে কোন অপ্রিয় ঘটনার আশঙ্কা

www.ahlehadeethbd.org

١٥٦ الذين اذا اصابتهم مصيبة
قالوا انا لله وانا اليه رجعون .

১৫৬ যাহাদিগকে কোন মুসীবত পাইয়া বসিলে বলে, "আমরা তো নিশ্চয় আল্লার অধিকারে এবং আমরা তো নিশ্চয় তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনপর"।[১৭৬]

١٥٧ اولئك عليهم صلوت من
ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون .

১৫৭ তাহাদেরই প্রতি তাহাদের রব্বের পক্ষ হইতে দান ও দয়া হইয়া থাকে এবং তাহারাই প্রকৃত হিদায়াতপ্রাপ্ত।

١٥٨ ان الصفا والمروة من شعائر
الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح
عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا
فان الله شاكر عليم .

১৫৮ সাফা ও মারওা (পাহাড় দুইটি) নিশ্চয় আল্লার [কুদরতের] স্মারক চিহ্নসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেহ বাইতুল্লার হজ্জ অথবা 'উম্‌রা করিতে গিয়া যদি উহাদের তওাফ করে তবে উহা তাহার পক্ষে কোন অপরাধ [বলিয়া গণ্য] হইবে না।[১৭৭]

থাকিলে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে خوف বা ভয় বলা হয়।

جوع এর তাৎপর্য দুর্ভিক্ষ, আহার্য সংগ্রহে অক্ষমতা, রোযা ইত্যাদি। ধনে ক্ষয়ক্ষতির তাৎপর্য যকাত-সদকা ইত্যাদি দান খাইরাত, জিহাদে ব্যয় ইত্যাদি। জনে ক্ষয়-ক্ষতির তাৎপর্য বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু, রোগ-ব্যাধির আক্রমণ ইত্যাদি। এবং ফলাদিতে ক্ষয়-ক্ষতির তাৎপর্য ফলাদি দান খয়রাত করা, ভালভাবে চাষবাসে অক্ষমতা, অনাবৃষ্টি ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ইত্যাদি।

জিহাদের মধ্যে একাধারে সকল প্রকারের পরীক্ষা নিহিত হইয়া থাকে।

১৭৬ মুসীবত সামান্যই হউক আর মারাত্মকই হউক মুসীবতের আগমনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার দয়া ভিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। انا لله وانا اليه راجعون বলা এই আত্ম সমর্পণেরই প্রতীক।

উম্মুল-মুমিনীন হযরত উম্ম-সলমা রঃ বলেন ঃ আমার পূর্ব স্বামী হযরত আবু-সলমা যখন ইন্তিকাল করেন তখন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে থাকি। সেই সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ উপস্থিত হইয়া বলেন, "কোন বান্দাকে কোন মুসীবত পৌঁছিলে সে যদি বলে,

انا لله وانا اليه رجعون اللهم اجرنى
فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها

তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহার ঐ মুসীবতের জন্য সওয়াব দান করেন এবং ঐ মুসীবতের পশ্চাতে কল্যাণ সাধন করেন।" হযরত উম্ম-সলমা বলেন, অনন্তর আমি উহা বলিলাম। উহার ফলে, আল্লাহ তা'আলা আমার স্বামী আবুসলমার স্থলে নবী সঃকে আমার স্বামী করেন।

১৭৭ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সাফা-মরওার তওাফে কোন গুণাহ নাই। ইহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, এই তওাফ সম্পাদন করা বা না করা উভয়ই জায়িয। এই কারণে কোন কোন ইমাম

www.ahlehadeethbd.org

١٥٩ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينت والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون .

১৫৯ আমি যে সকল স্পষ্ট প্রমাণ ও যে হিদায়াৎ নাযিল করিয়াছি তাহা আমি লোকদের উদ্দেশ্যে কিতাবের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিবার পরেও যাহারা আমার ঐ প্রমাণ ও হিদায়াত গোপন করে তাহাদের অবস্থা এই যে, তাহাদিগকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারিগণ লা'নত[১৭৮] করেন।

সাফা-মরওার তওাফকে হজ্জ বা 'উমরা কোনটিতেই অপরিহার্য বিবেচনা করেন না। কিন্তু অপর ইমামগণ সাফা মরওার তওাফকে উভয় অনুষ্ঠানেই অপরিহার্য জ্ঞান করেন। এই দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর সহীহ। তাঁহাদের দলীল এই ঃ

সহীহ বুখারী প্রমুখ হাদীসগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে যে, যুবাইর-পুত্র 'উরওার মনে সন্দেহ জাগে যে, আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সাফা-মরওার তওাফ অপরিহার্য প্রমাণিত হয় না। তখন তিনি তাঁহার খালা হযরত 'আয়িশা রাঃ-র নিকটে গিয়া তাঁহার সন্দেহটি ব্যক্ত করেন। হযরত আয়িশা রাঃ বলেন, "তুমি ভুল বুঝেছ। দেখ, আয়াতে ان يطوف بهما রহিয়াছে। যদি তাহা না হইয়া ان لايطوف بهما হইত তবে তাৎপর্য হইত যে, সাফা-মরওার মধ্যে তওাফ যরুরী নয়। পরিষ্কার ভাষায় এই তওাফের হুকম না দিয়া আয়াতে এই ভাবে তওাফ উল্লেখ করিবার কারণটি এখন বলিতেছি।

মদীনার আনসারীগণ যখন মুশরিক ছিলেন তখন আরব দেশের তামাম মুশরিকের মধ্যে কেবল মাত্র তাঁহারাই মানাতকে তাঁহাদের বড় দেবতা মানিতেন এবং কেবলমাত্র তাঁহারাই সাফা-মরওার তওাফকে পাপ জ্ঞানে বর্জন করিতেন। তারপর, যখন সকল গোত্রের মুশরিকই ইসলাম কবুল করেন তখন কেবলমাত্র এই আনসারীগণ তাঁহাদের পূর্ব সংস্কারবশে সাফা-মরওার তওাফকে পাপজনক বিবেচনা করিতে থাকেন। তাঁহাদের ঐ মনোভাবের প্রতিবাদে এই আয়াত নাযিল হয়।"

হযরত 'আয়িশা রাঃ-র ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লার কালামের তাৎপর্য এই দাঁড়ায়— 'সাফা-মরওার তওাফ সম্বন্ধে তোমরা যে ধারণা পোষণ কর তাহা ভুল। কাজেই ঐ ভুল ধারণা পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত চিত্তে সাফা-মরওার তওাফ করিতে থাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাঃ-র বর্ণনায় জানা যায় যে, জাহিলী যুগে সাফা-মরওা পাহাড় দুইটির উপরে দুইটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মক্কা-বিজয়ের পরে ঐ মূর্তি দুইটি অপসারিত হইলেও বহু মুসলিম সাফা মরওার তওাফকে দোষণীয় ও পাপজনক মনে করিতেন। তাঁহাদের ঐ মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অধিকন্তু নবী সঃ হজ্জ ও 'উমরা উভয় অনুষ্ঠানেই নিজেও সাফা-মরওার তওাফ করেন এবং সকলকে তওাফ করিতে আদেশ করেন। কাজেই এই তওাফ অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

১৭৮ সলাত, লা'নাত, তওবা শব্দগুলি আল্লার দিকে সম্বন্ধ করা হইলে এক অর্থ হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অপরের দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অন্য অর্থ হয়। 'সালাত' শব্দ আল্লার দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয় 'দয়া করা' – ফিরিশতার দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয় 'দয়া প্রার্থনা করা' বা আশীর্বাদ করা—এবং মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয় 'দরূদ পড়া'

www.ahlehadeethbd.org

١٦٠ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا
فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم •

১৬০ কিন্তু [তাহাদের মধ্যে] যাহারা তওবা[১৭৯] করিয়া (ইসলামে ফিরিয়া আসিয়া) নিজেদের [কর্মপন্থা] শুধরাইয়া লয় এবং [আল্লার প্রমাণাদি ও হিদায়াত] স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তাহাদের অবস্থা এই যে, আমিও তাহাদের দিকে [ক্ষমাসহ] ফিরিয়া থাকি—আর আমি [বান্দার প্রতি] অত্যন্ত আবর্তমান, অত্যন্ত দয়ালু।

١٦١ ان الذين كفروا وماتوا وهم
كفار اولئك عليهم لعنة الله والملئكة
والناس اجمعين •

১৬১ যাহারা কাফির হইয়াছিল এবং কাফির থাকিয়াই মারা গিয়াছে তাহাদের নিশ্চিত অবস্থা এই যে, তাহাদের প্রতি আল্লার লা'নত এবং যাবতীয় ফিরিশতার ও যাবতীয় মানুষের লা'নত হইয়া থাকে।

١٦٢ خلدين فيها لايخفف عنهم
العذاب ولاهم ينظرون •

১৬২ ঐ লা'নতের মধ্যে তাহারা দীর্ঘ কাল স্থায়ী থাকিবে—তাহাদের শাস্তি হ্রাস করাও হইবে না এবং স্থগিতও রাখা হইবে না।

١٦٣ والهكم اله واحد لااله الا
هو الرحمن الرحيم •

১৬৩ আর তোমাদের মা'বুদ একজন মাত্র—ঐ পরম কারুণিক, অতীব দয়ালু মা'বুদ ছাড়া আর কোন মা'বুদই নাই।

١٦٤ ان في خلق السموت والارض
واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري

১৬৪ নভোমণ্ডলসমূহ ও ভূমণ্ডলের সৃজনের মধ্যে, দিবা ও রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও পর্যায়ক্রমে আগমনের মধ্যে, যাহা কিছু মানুষের উপকারে আসে তাহা লইয়া যে জলযান সমুদ্রে চলাচল

বা 'উচ্চ মর্যাদা কামনা করা'।

'লা'নাত' শব্দটি 'সলাত' শব্দের বিপরীত। লা'নাত শব্দটি আল্লার দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয় 'দয়া হইতে দূরে রাখা,' 'প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করা;—আর ফিরিশতা বা মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয় দয়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করা,' অভিসম্পাৎ করা'। 'লা'নাতকারিগণ' এর তাৎপর্য ফিরিশতা, আম্বিয়া, আওলিয়া, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গাদি।

১৭৯ 'তওবা' শব্দের অর্থ 'প্রত্যাবর্তন করা,' 'ফিরিয়া আসা'। 'তওবা' শব্দটি আল্লার দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয়, 'ক্ষমা ও দয়া সহকারে বান্দার দিকে ফিরা'—আর বান্দার দিকে সম্বন্ধ করা হইলে অর্থ হয়, 'গুনাহ ত্যাগ করিয়া আল্লার দিকে ফিরা'। তওবা শব্দটি আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে উহার পরে الى এবং বান্দা সম্পর্ক ব্যবহৃত হইলে উহার পরে على যুক্ত করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

فى البحر بما ينفع الناس وما انزل
الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف
الريح والسحاب المسخر بين السماء والارض
لايت لقوم يعقلون •

١٦٥ ومن الناس من يتخذ من
دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين
امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا
اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان
الله شديد العذاب .

করে সেই জলযানের মধ্যে, পৃথিবী শুষ্ক ও উৎপাদিকা শক্তিশূন্য হইবার পরে আল্লাহ আকাশ হইতে যে পানি নাযিল করিয়া উহা দ্বারা ঐ পৃথিবীকে সজীব করিয়া তোলে সেই পানির মধ্যে, এই পৃথিবীতে নানা প্রকার জীবজন্তু পরিব্যাপ্ত করিবার মধ্যে, বিভিন্ন প্রকার ঝড়-বায়ু সঞ্চালনের মধ্যে, এবং পৃথিবী ও আকাশ মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে নিশ্চয় ঐ সকল লোকের জন্য [আল্লার অস্তিত্বের] নানা নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা বুদ্ধি রাখে। ১৮০

১৬৫ এবং কতক লোক এমন আছে যাহারা আল্লাহ ছাড়া পরস্পর-সমতুল্যদিগকে ১৮১ [মা'বুদরূপে] গ্রহণ করিয়া থাকে—তাহারা আল্লাকে ভালবাসিবার মতই উহাদিগকে ভালবাসে। কিন্তু যাহারা মুমিন তাহারা আল্লার প্রতিই সর্বাধিক অনুরক্ত। আহা! যাহারা অন্যায় আচরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহারা যদি চিন্তা করিয়া দেখিত! [আখিরাতে] যখন তাহারা [আল্লাহ তা'আলার] আযাব প্রত্যক্ষ করিবে, বুঝিতে পারিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ সমুদয় শক্তির মালিক এবং নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি ব্যাপারে কঠোর; [আর ঐ মূর্তিগুলি একেবারে ক্ষমতা-শূন্য;]—

---

১৮০ আয়াতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যাপারগুলি অথবা এই ব্যাপারগুলির কোনটিও নিজে নিজেই যুগ যুগ ধরিয়া এরূপ শৃঙ্খলার সহিত চালু থাকিতে পারে না। ইহাদের কোন চালক ও শৃংখলা বিধানকারী নিশ্চয় রহিয়াছে। ঐ চালক ও নিয়ামককে ইসলামে আল্লাহ বলা হয়।

সৃষ্টি দেখিয়া আল্লার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান মানুষকে যে ভাবে এই আয়াতে জানান হইয়াছে, সেই ভাবে কুরআন মজীদের আরও বহু আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ যদি নিজেরই অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে অথবা মখলুকাতের অবস্থা সম্বন্ধে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখে তাহা হইলে তাহার অন্তর নিশ্চয় উপলব্ধি করিবে যে, এই সবের পশ্চাতে একজন সর্বজ্ঞ, শক্তিমানের হাত নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

ইসলামী 'ইলম-গুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'ইলমুল-কালামে এ সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে।

১৮১ অর্থাৎ মূর্তি-দিগকে অথবা ধর্মযাজক-দিগকে নমস্য বলিয়া তাহারা ধরিয়া রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

١٦٦ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين
اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب •

১৬৬ [তাহা! তাহারা যদি চিন্তা করিয়া দেখিত! আখিরাতে] যখন অনুসৃতগণ অনুসারীদিগের সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং তাদের সকল সূত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইবে ;—

١٦٧ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا
كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرت عليهم
وما هم بخرجين من النار •

১৬৭ এবং অনুসারিগণ বলিবে, "দুনয়াতে প্রত্যাবর্তন যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত তাহ হইলে তাহারা যেমন আমাদের সম্পর্ক [এখন] ছিন্ন করিয়া বসিল, আমরাও তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম। এইভাবে আল্লাহ তাহাদের আমলকে তাহাদের জন্য পরিতাপে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে দেখাইবেন। এবং তাহারা আগুন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার নহে।

١٦٨ يايها الناس كلوا مما في الأرض
حللا طيبا ولا تتبعوا خطوت الشيطن

১৬৮ ওহে লোকগণ, পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা হইতে উপাদেয় হালাল খাদ্য তোমরা খাও ;[১৮২] এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনু-

---

১৮২ حلال طيب এর ব্যাখ্যা :—

(এক) حلال এর অর্থ যে খাদ্য খাইতে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়াছেন সেই খাদ্য। যথা, নানাপ্রকার ফলমূল, তরি-তরকারী, শাক-সব্জী মাছ-গোশ্‌ত ইত্যাদি। আর طيب এর অর্থ শরী'আতে অনুমোদিত উপায় ও ব্যবস্থাযোগে সংগৃহীত ও প্রস্তুত।

আয়াত-অংশের অর্থ : যে খাদ্য খাইতে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়াছেন তাহা শরী'আতের বিধান অনুযায়ী লব্ধ ও প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তবে তাহা খাও।

(দুই) যে খাদ্য আল্লাহ তা'আলা হালাল করিয়াছেন তাহা শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংগৃহীত ও প্রস্তুত করা হইলে তাহাকে حلال বলা হয়। আর طيب এর অর্থ সুস্বাদু, উপাদেয়, তৃপ্তিকর ইত্যাদি।

আয়াত অংশের অর্থ : খাদ্য কেবলমাত্র হালাল হইলেই যে উহা খাইতেই হইবে—এমন নহে ; বরং হালাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যটি খাইতে যদি রুচী হয় তবেই তা খাও।

সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আবু হুরাইরা রাঃ-র যবানী বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :— আল্লাহ নিজে পাক-পবিত্র ; এবং পাক পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না। খাদ্য ব্যাপারে তিনি রসূলদেরে যে হুকম করিয়াছেন মুমিনদেরে সেই হুকমই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হে রসূলগণ, তোমরা হালাল উপাদেয় খাদ্যের অংশবিশেষ খাও এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর।" তিনিই বলিয়াছেন, "হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরে যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে হালাল উপাদেয় খাদ্য খাইতে থাক।"

ইহার পরে নবী সঃ এমন ব্যক্তির উল্লেখ করেন যে ব্যক্তি আলুথালু-কেশে, ধুলিমলিন বেশে সফরে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে—সে আসমানের দিকে হাত বাড়াইয়া "হে আমার রব্ব," "হে আমার রব্ব"

www.ahlehadeethbd.org

إنه لكم عدو مبين ●

١٦٩ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ●

١٧٠ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل

الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه

آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا

ولا يهتدون ●

সরণ করিও না।১৮৩ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯ তোমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক এবং অশ্লীল কাজ [সম্পাদন করিতে] ও [ঐ প্রকার] কথা [বলিতে] এবং তোমরা যাহা জান না এইরূপ ব্যাপার আল্লার নামে প্রচার করিতে শয়তান তোমাদিগকে আদেশ করিয়া থাকে।১৮৪

১৭০ আর শয়তানের অনুসারীদিগকে যখন বলা হয়, "আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ করিয়া চল", তাহারা বলে, "[না; তাহা করিব না;] বরং আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদিগকে যে অবস্থায় পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিতে থাকিব। [কারণ, তাঁহাদিগকে আমরা অধিকতর জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিশ্বাস করি।]" [তাহাদের উক্তির অসারতার দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন,] "সে কী কথা! তাহাদের পিতা, পিতামহগণ যদি এই সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝিয়া না থাকে তবুও [কি তাহারা উহাদের অনুসরণ করিবে] ?

বলিয়া প্রার্থনা করিতেছে—কিন্তু উহার খাদ্য হারাম, উহার পানীয় হারাম, উহার পরিধেয় হারাম এবং হারাম দ্বারা সে প্রতিপালিতও হইয়াছে—এমন লোকের প্রার্থনা কবুল হওয়া সুদূর-পরাহত।

১৮৩ অর্থাৎ হালালকে হারাম জ্ঞানে বর্জন করিবে না এবং হারামকে হালাল জ্ঞানে ভক্ষণ করিবে না।

১৮৪ "তোমরা যাহা জান না এইরূপ ব্যাপার আল্লার নামে প্রচার" এর তাৎপর্য :—

যে খাদ্য আল্লাহ ও তাঁহার রসূল হালাল বলিয়া ঘোষণা করেন নাই তাহার কোন কোনটি সম্বন্ধে শয়তান মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিতে চায় যে, আল্লাহ উহা হালাল করিয়াছেন। সেইরূপ যে খাদ্য হারাম নয় সেই খাদ্য সম্বন্ধে শয়তান মানুষের মনে ধারণা জন্মাইতে চায় যে, আল্লাহ উহা হারাম করিয়াছেন। ইহাই ঐ প্রচার।

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অলীমা অধ্যায়

২৪২ ইব্‌ন-'উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها

"তোমাদের কেহ যখন অলীমা-ভোজে নিমন্ত্রিত হয় তখন ঐ ভোজে গমন করা তাহার কর্তব্য'—বুখারী।

উপরি-উক্ত হাদীসটি মুসলিম হাদীস-গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه .

"তোমাদের কেহ যখন তাহার মুসলিম ভাইকে দা'অত করে তখন ঐ দা'অত কবুল করা তাহ কর্তব্য হইবে—দা'অতটি অলীমা ভোজেরই হউক অথবা অনুরূপ কোন ভোজেরই হউক"—মুস

২৪৩ আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

"যে অলীমা ভোজে যাহারা আসিতে চায় তাহাদিগকে আসিতে নিষেধ করা হয় এবং যাহারা আসিতে অস্বীকার করে তাহাদিগকে দা'অত দেওয়া হয় সেই অলীমার খাদ্য অত্যন্ত জঘন্য খাদ্য। [ঐ প্রকার দা'অতে যোগদান করা নিষিদ্ধ।][১]

আর যে ব্যক্তি [শরী'আত-অনুমোদিত] দা'অত কবুল করে না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের হুকম অমান্য করে"—মুসলিম।

২৪৪ আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

১। শুধু অলীমা-ভোজই নয় ; বরং সকল প্রকার ভোজেই অভাবগ্রস্ত, অসহায় ব্যক্তিদেরে খাদ্য দান করা অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ তাহারাই বিশেষ করিয়া ভোজের আশায় উদগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পক্ষান্তরে, ধনীদের নিজেদের ঘরে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকায় কোনও ভোজের প্রতি তাহাদের বিশেষ আগ্রহ থাকে না। ফলে, হাদীসটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই—যে ভোজে কেবলমাত্র ধনীদেরে দা'অত দেওয়া হয়, এবং গরীবদেরে বঞ্চিত রাখা হয় সেই ভোজই জঘন্য। বিশেষতঃ, অলীমা-ভোজে এই পন্থা অনুসরণ করা হইলে তাহা নিঃসন্দেহে অতীব জঘন্য ভোজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সাহাবী হযরত আবু-হুরা'ইরা রাঃ হাদীসটির এই প্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যে অলীমা-ভোজে ধনীদেরে দা'অত দেওয়া হয় এবং অসহায়দেরে বর্জন করা হয় তাহাই জঘন্য ভোজ।" তাঁহার এই উক্তি 'মুসলিম' হাদীসগ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

اذا دعى احدكم فليجب فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم .

"তোমাদের কাহাকেও যখন দা'অত করা হয় তখন উহা কবুল করা তাহার কর্তব্য। [তাহাকে দা'অতে হাযির হইতে হইবে।] অনন্তর, সে যদি রোযাদার থাকে তবে সে যেন [দা'অত দাতার জন্য মঙ্গল ও বরকতের] দু'আ করে; আর সে যদি রোযাদার না হয় তবে সে যেন আহার করে"—মুসলিম।

উপরি-উক্ত হাদীসটি জাবির রাঃ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اذا دعى احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك ٥

"তোমাদের কাহাকেও যখন কোন ভোজে দা'অত করা হয় তখন উহা কবুল করা তাহার কর্তব্য। অনন্তর [দা'অতে হাযির হইবার পরে] তাহার যদি ইচ্ছা হয় সে আহার করিবে আর ইচ্ছা হয় সে আহার করিবে না"—মুসলিম।[২]

২৪৫ ইব্ন-মস'উদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

طعام الوليمة اول يوم حق وطعام يوم الثانى سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به .

"প্রথম দিনের অলীমা-ভোজ ন্যায্য ভোজ, দ্বিতীয় দিনের অলীমা-ভোজ প্রথা ও রীতি মাত্র। তৃতীয় দিনের ভোজ খ্যাতি ও শোহ্‌রত বিশেষ—আর যে ব্যক্তি নাম ও শোহরতের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে আল্লাহ [কিয়ামত দিবসে] তাহার ঐ উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা [করিয়া তাহাকে তামাম লোকের সামনে লাঞ্ছিত] করিবেন"[৩]—তির্‌মিযী।

এই হাদীস সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযীর অভিমত এই যে, হাদীসটির কোন এক স্তরে এক জন মাত্র বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া গেলেও উহার বর্ণনা-কারীগণ সহীহ্ হাদীস বর্ণনাকারীর মান-মর্যাদার অধিকারী।

তারপর, ইব্ন-মাজা হাদীস-গ্রন্থে আনাসের বাচনিক এই হাদীসের সমর্থনকারী একটি হাদীস রহিয়াছে।

২৪৬। শইবা-তনয়া সফীয়া রাঃ বলেন,

اولم النبى صلى الله عليه وسلم

২। এই মাস্‌আলা সম্পর্কে অপর হাদীসগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধিকাংশ 'উলামা এই মত পোষণ করেন যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রোযাদার হওয়ার অজুহাতে দা'অত হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে না। তাহাকে দা'অতে অবশ্যই যাইতে হইবে। অনন্তর, সে যদি এমন কোন রোযা রাখিয়া থাকে যাহা ভঙ্গ করা শরী'আতে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় তবে সে দা'অতে আহার করিবে না। কিন্তু সে যদি নফল রোযা রাখিয়া থাকে তাহা হইলে দা'অতকারীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার পক্ষে রোযা ভঙ্গ করতঃ আহার গ্রহণ করা মুস্‌তাহাব হইবে।

৩। কোন কোন হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জনৈক তাবি'ঈ ৭।৮ দিন পর্যন্ত অলীমা-ভোজ জারী রাখিয়াছিলেন এবং তাহাতে কোন কোন সাহাবীও নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে কোন তাবি'ঈ অথবা কোন সাহাবীর কার্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

على بعض نسائه بمدين من شعير

নবী সঃ তাঁহার কোন এক বিবিকে বিবাহ করিবার পরে প্রায় দেড় সের যবের [খানা প্রস্তুত করিয়া] অলীমা করিয়াছিলেন—আল্ বুখারী।

[সম্ভবতঃ, উম্ম-সলমা রাঃ-কে বিবাহ করিবার পরে এই অলীমা-ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।]

২৪৭। আনাস রাঃ বলেন]

اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقى عليها التمر والاقط والسمن .

নবী সঃ [খইবর হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন কালে, উম্মুল্-মমিনীন হুয়াই তনয়া] সফীয়ার সহিত বাসর-রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে খইবর ও মদীনার মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং আমি মুসলিমদিগকে অলীমা-ভোজে ডাকিয়া আনি। ঐ ভোজে না ছিল রুটি, আর না ছিল গোশ্ত। ঐ ভোজে যাহা হইয়াছিল তাহা এই যে, নবী সঃ-র নির্দেশক্রমে চামড়ার দস্তরখানগুলি বিছান হইয়াছিল এবং উহাদের উপর খুর্মা, পনীর ও ঘী রাখা হইয়াছিল।[৪] —আল্-বুখারী ও মুসলিম; আর এই 'ইবারতটি বুখারী হইতে লওয়া হইয়াছে

২৪৮। নবী সঃ-র এক জন সাহাবা বলিয়াছেন ঃ

اذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما بابا فان سبق احدهما فاجب الذى سبق .

দুই জন নিমন্ত্রণকারী যদি একই সঙ্গে উপস্থিত হয় তবে তাহাদের মধ্যে যাহার বাড়ীর প্রবেশ-দ্বার তোমার অধিকতর নিকটবর্তী হয় তাহার নিমন্ত্রণ কবুল কর; আর তাহাদের একজন যদি আগে আসে [এবং অপর জন পরে আসে] তবে যে নিমন্ত্রণকারী আগে আসে তাহার নিমন্ত্রণ কবুল কর—আবূ দাউদ। এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র য'ঈফ।

৪। মুসলিম হাদীস গ্রন্থের অপর হাদীস হইতে জানা যায় যে, এই অলীমাতে নবী সঃ-র নির্দেশক্রমে কয়েকটি গর্ত খুঁড়া হয় এবং ঐ গর্তগুলির মধ্যে চামড়ার দস্তরখানের কিয়দংশ ঢুকাইয়া দিয়া দস্তরখান বিছান হয়। তারপর, সাহাবীদের সহিত যে সব খাদ্য-দ্রব্য ছিল তাহা হইতে যে পরিমাণ খাদ্য মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত সাহাবীদের প্রয়োজন হইতে পারে সেই পরিমাণ খাদ্য রাখিয়া বাকী খাদ্য-দ্রব্য হাযির করিবার জন্য নবী সঃ নির্দেশ জারী করেন। ফলে, সাহাবীগণ কেহ খুরমা, কেহ পনীর এবং কেহ ঘী হাযির করিতে থাকেন। অনন্তর, সব খাদ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ দস্তরখানগুলিতে বণ্টন করা হয় এবং সাহাবীগণ এক এক দল এক এক গর্তের চতুষ্পার্শে বসিয়া আহার করেন। ইহাই ছিল ঐ অলীমার স্বরূপ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৪৯। আবূ জুহাইফা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

لَا آكُلُ مُتَّكِئًا

আমি [কোন কিছুতে] ভর দেওয়া অবস্থায় খাই না।

২৫০। [উম্ম-সলমা রাঃ আন্হা-র পূর্ব স্বামী আবূ সলমা রাঃ যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁহাদের 'উমর নামে এক পুত্র ছিল। পরে রসূলুল্লাহ সঃ যখন উম্ম-সলমা রাঃকে বিবাহ করেন তখন ঐ 'উমর পুত্রটি মাতার সহিত রসূলুল্লাহ সঃ-র আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। এক দিন ঐ 'উমর রসূলুল্লাহ সঃ-র সহিত একই পাত্রে খাইতে বসিয়া কেবলমাত্র নিজের দিকের খাদ্য না খাইয়া পাত্রের চারি পাশ হইতে খাবার খাইতে লাগিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই]

আবূ সলমার পুত্র 'উমর [বর্ণনা করিতে গিয়া] বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে বলিয়াছিলেন :

يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

হে বালক, 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া তোমার ডান হাত দিয়া খাইবে এবং তোমার দিকে যাহা থাকে তাহা হইতে খাইবে।[৬]—বুখারী ও মুসলিম।

২৫১। ইব্ন-'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, [একদা] নবী সঃ-র নিকটে কাঠের একটি গামলায় [প্রায় ১০।১২ জনের উপযোগী 'সরীদ' খাদ্য আনা হয়। তখন নবী সঃ বলেন,

---

৫। রসূলুল্লাহ সঃ কখন কখন কোন মাস্'আলা সম্বন্ধে বিশেষ তাগীদ দিবার উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে আদেশ, নিষেধ না করিয়া বরং বলিতেন, "আমি তো ইহা করি;" "আমি তো উহা করি না।" তাঁহার ঐ প্রকার উক্তির তাৎপর্য এই যে, "তোমাদের পক্ষে ইহা করা উচিত," "তোমাদের পক্ষে উহা করা ঘোর অন্যায়।"

হাদীসে উল্লিখিত নিষিদ্ধ 'ভর দেওয়া' বলিতে খাবার সময়ে যেমন পিছনে ভর দেওয়া নিষিদ্ধ বুঝায়, সেইরূপ পাছার ভারে বসিয়া বাম হাত মেঝেতে স্থাপন করতঃ উহার উপরে ভর দেওয়াও নিষিদ্ধ বুঝায়।

৬। এই হাদীসে আহার গ্রহণ সম্পর্কে তিনটি আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম আদবটি এই যে, আহার আরম্ভ করিবার সময়ে 'বিসমিল্লাহ' বলিতে হইবে। আহারের প্রারম্ভে যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয় তাহা হইলে কী অবস্থা ঘটে সে সম্বন্ধে নবী সঃ বলেন, "যে খাদ্য গ্রহণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা না হয় সে খাদ্য শয়তানের জন্য হালাল হয়। [এবং শয়তান ঐ ভোজনকারীর সঙ্গে বসিয়া উহা আহার করিতে থাকে।]"—মুসলিম, আবূ-দাউদ ও নস'ঈ। তারপর প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলিতে ভুলিয়া গেলে খাইতে খাইতে যখনই উহা স্মরণ হইবে তখনই বলিতে হইবে,

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ

"আহারের প্রথমেও আল্লার নাম, আহারের শেষেও আল্লার নাম।"—তিরমিযী, আবূ-দাউদ ও নস'ঈ।

দ্বিতীয় আদবটি এই যে, ডান হাতে খাইতে হইবে। ২৫৩নং হাদীসে ইহার কারণ বলা হইবে।

তৃতীয় আদবটি এই যে, বাসনের যে কিনারা যাহার দিকে থাকিবে সেই কিনারা হইতে সে আহার গ্রহণ করিবে। পাত্রের সকল দিকে যদি একই খাদ্য থাকে তবে এদিক ওদিক হইতে খাদ্য গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না এবং এই তৃতীয় আদবটি ঐ খাদ্য-গ্রহণের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু খাদ্যের বিভিন্ন প্রকরণ যদি পাত্রের বিভিন্ন দিকে থাকে তবে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من

وسطها، فان البركة تنزل فى الوسط

"তোমরা পাত্রের কিনারা হইতে খাইতে থাক—মধ্য-ভাগ হইতে খাইও না। কেননা, ইহা নিশ্চিত যে, মধ্য-ভাগে বরকত নাযিল হইতে থাকে।—নস'ঈ, তিরমিযী, আবূ-দাউদ ও ইব্‌ন-মাজা। হাদীসের 'ইবারতটি নস'ঈর। ইহার বর্ণনা-সূত্র সহীহ।

২৫২। আবূ-হুরাইরা রাঃ বলিয়াছেন: রসূলুল্লাহ সঃ কখনও কোন খাদ্যের নিন্দা করেন নাই। কোন খাদ্য গ্রহণে স্পৃহা হইলে তিনি উহা আহার করিতেন এবং অনিচ্ছা হইলে উহা বর্জন করিতেন।

২৫৩। জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لا تأكلوا بالشمال، فان الشيطان يأكل بالشمال

তোমরা বাম হাতে খাইও না; কেননা শয়তান বাম হাতে খাইয়া থাকে।—মুসলিম।

২৫৪। আবু-কাতাদা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

اذا شرب احدكم فلا يتنفس فى الاناء

"তোমাদের যে কেহ যখন [কোন পানীয়] পান করিবে তখন সে যেন পান-পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।"—বুখারী ও মুসলিম।

এই মর্মের একটি হাদীস ইব্‌ন-'আব্বাস রাঃ-র বাচনিক আবু-দাউদ হাদীসগ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে—উহাতে এই বাক্যটি বেশী রহিয়াছে।

وينفخ فيه

এবং উহার মধ্যে ফু দিতে না থাকে।[৭]

—:o:—

باب القسم

বিবিদের মধ্যে বণ্টন

২৫৫। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার বিবিদের মধ্যে বণ্টন করিবার সময় সমান ভাবে বণ্টন করিতেন, এবং তবুও বলিতেন,

اللهم هذا قسمى فيما املك فلا

تلمنى فيما تملك ولا املك

৭। পান সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়:—

(ক) যে কোন পানীয় দ্রব্য তিন নিঃশ্বাসে পান করা সুন্নত। কিয়দংশ পানীয় পান করিবার পরে পানপাত্রটি একধারে সরাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিবে। তারপর দ্বিতীয় দফায় কিয়দংশ পান করিয়া পানপাত্রটি একধারে সরাইয়া নি:শ্বাস ছাড়িবে তারপর তৃতীয় দফায় বাকী পানীয় পান করিবে। আনাস রা: বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ তিন নিঃশ্বাসে পান করিতেন এবং বলিতেন, 'ইহা অধিকতর তৃপ্তিকর অধিকতর শান্তিদায়ক ও অধিকতর উপাদেয়। —মুসলিম।

(খ) যমযমের পানি এবং উযু করিবার পরে অবশিষ্ট পানি ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রেই দাঁড়াইয়া পান করা নিষিদ্ধ। আবু স'ঈদ খুদরী রাঃ বলেন, নবী সঃ দাঁড়াইয়া পান করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। —মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"হে আল্লাহ, যে সকল ব্যাপারে আমি ক্ষমতা রাখি সে সম্বন্ধে আমার বণ্টন এই। অতএব, যে ব্যাপারে আপনি ক্ষমতা রাখেন আর আমি ক্ষমতা রাখি না তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিবেন না।[১]—আবু-দাউদ, নস'ঈ, তিরমিযী ও ইব্ন-মাজা। এই হাদীসকে ইব্ন-হাব্বান ও হাকিম সহীহ বলিয়াছেন; কিন্তু তিরমিযী বলেন যে, এই হাদীসটির মুরসাল হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

হাদীসটির তাৎপর্য এই, পার্থিব সম্পদ, তৈজসপত্র, খাদ্য-কাপড় ইত্যাদি ব্যাপারে আমি সকল বিবিকে সমান সমান দিতে পারি এবং সমান সমান দিয়াও থাকি। কিন্তু প্রাণের টান ও অন্তরের ভালবাসা বণ্টনে আমার কোন হাত নাই। তাই কোন বিবির প্রতি আমার ভালবাসা অধিক এবং কোন বিবির প্রতি আমার ভালবাসা কম হইলে তাহার জন্য আমাকে দায়ী করিবেন না।

২৫৬। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

من كانت له امرأتان فمال الى احدهما
جاء يوم القيامة وشقه مائل

"যাহার দুই বিবি থাকে সে যদি তাহাদের একজনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে তবে সে অর্ধাঙ্গ বক্র অবস্থায় কিয়ামত দিবসে হাযির হইবে।[২]—আহমদ, নস'ঈ, তিরমিযী, আবু-দাউদ ও ইব্ন মাজা। ইহার সনদ সহীহ।

২৫৭। আনাস রাঃ বলেন, নবী সঃ-র অন্যতম সুন্নত এই যে, কোন ব্যক্তির অকুমারী বিবি থাকা অবস্থায় সে যদি কোন কুমারীকে বিবাহ করে তাহা হইলে সে ঐ কুমারী স্ত্রীর সহিত সাত রাত্রি যাপনের পর হইতে রাত্রিগুলি সকল বিবির মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিতে থাকিবে। আর সে যদি অকুমারী বিবি থাকা অবস্থায় অপর অকুমারী স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তাহা হইলে সে নূতন বিবির সহিত তিন রাত্রি যাপনের পর হইতে রাত্রিগুলি বিবিদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিতে থাকিবে।—বুখারী ও মুসলিম; 'ইবারত বুখারীর।

২৫৮। উম্ম-সলমা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ যখন তাঁহাকে বিবাহ করেন তখন তিনি তাঁহার সহিত তিন রাত্রি যাপন করিয়া বলেন,

---

১। কোন মুসলিমের একাধিক বিবি থাকিলে ইসলামী শরী'আত মতে তাহার কর্তব্য এই যে, সে খাদ্য-পানীয়, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, বাস ঘর ইত্যাদি সকল বিবিকে সমান সমান দিবে। এই সকল বিষয়ে সে কাহাকেও কম বা বেশী দিতে পারিবে না। রাত্রি যাপন ব্যাপারেও সে সমান সমান সংখ্যক রাত্রিতে বিবিদের সহিত বাস করিবে। এই সম-বণ্টন নীতি নবী সঃ ছাড়া আর সকলের পক্ষে ওাজিব, অবশ্য-পালনীয়।

তারপর অন্তরের টান ও ভালবাসার কথা। স্বামীর পক্ষে সকল বিবির প্রতি এক সমান ভালবাসা পোষণ করা তাহার আয়ত্বের বাহিরে। কাজেই বিবিদের প্রতি ভালবাসার মাত্রা কম-বেশী হইলে তজ্জন্য স্বামীর কোন অপরাধ হয় না।

সম-বণ্টন যদিও নবী করীম সঃ-র জন্য অবশ্য পালনীয় ছিলনা, তবুও তিনি এই সম-বণ্টন নীতি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পালন করিয়া চলিতেন।

২। অন্তরের ভালবাসা বাদে আর সকল ব্যাপারে সম বণ্টন নীতি যে ব্যক্তি পালন করে না কিয়ামত দিবসে তাহার এই দশা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الا ليس بك على اهلك هوان
ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت
لنسائى .

"ইহা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতি তোমার স্বামীর পক্ষ হইতে কোন অনাদর হইবে না। তুমি যদি চাও তবে আমি তোমার নিকটে সাত রাত্রি থাকিতে পারি; কিন্তু তোমার নিকটে যদি সাত রাত্রি থাকি তাহা হইলে আমার অপর বিবিদের প্রত্যেকের সহিত সাত রাত্রি করিয়া থাকিব।" —মুসলিম।

২৫৯। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, যে, যম্'আ-তনয়া সাওদা তাঁহার পালার রাত্রিটি 'আয়িশাকে দান করেন।[৩] কাজেই নবী সঃ রাত্রি-বাস বণ্টনের সময় 'আয়িশাকে তাহার রাত্রি ও সাওদার রাত্রি দিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

২৬০। 'উরওা রাঃ বলেন, 'আয়িশা রাঃ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে আমার বোন-পো, আমাদের সহিত রাত্রি-বাস বণ্টন ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সঃ আমাদের কাহাকেও অপরের উপর প্রাধান্য দিতেন না। প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনি আমাদের সকলকেই দেখিতে আসিতেন এবং প্রত্যেক বিবির অতি নিকটে বসিতেন কিন্তু স্পর্শ করিতেন না। অবশেষে, ঐ দিনটি যে স্ত্রীর পালায় থাকিত তাহার নিকট পৌঁছিয়া তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতেন।—আহমদ ও আবু-দাউদ। 'ইবারতটি আবু-দাউদের। এই হাদীসটিকে 'হাকিম' সহীহ বলিয়াছেন।

'আয়িশা রাঃ আরও বলেন, "রসূলুল্লাহ সঃ যখন 'আসর নমায পড়া শেষ করিতেন তখন নিজ বিবিদেরে দেখিতে যাইতেন এবং তাহাদের নিকটে বসিতেন।—মুসলিম।

২৬১। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, যে পীড়ায় রসূলুল্লাহ সঃ মারা যান সেই পীড়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিতে থাকিতেন,

اين انا غدا

"আগামীকল্য আমি কোথায় থাকিব?" অর্থাৎ 'আয়িশার পালার দিন কখন? ইহাতে তাঁহার বিবিগণ জানান যে, তিনি যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন। অনন্তর তিনি 'আয়িশার গৃহে অবস্থান করেন।

২৬২। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ যখন বিদেশ যাত্রার ইরাদা করিতেন তখন বিবিদের নামে লটারী করিতেন। ফলে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহার নাম বাহির হইত তাহাকে সঙ্গে লইয়া রসূলুল্লাহ সঃ যাত্রা করিতেন—বুখারী ও মুসলিম।

২৬৩। যম্'আ-পুত্র 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لايجلد احدكم امراته جلد العبد

'তোমাদের কেহ যেন গোলামকে বেত্রাঘাত করার মত নিজ বিবিকে বেত্রাঘাত না করে।

৩। হযরত খাদীজা রাঃ-র ইন্তিকালের পরে নবী করীম সঃ সর্বপ্রথমে হযরত সাওদা রাঃ-কে বিবাহ করেন এবং হিজরতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া একমাত্র তিনিই নবী করীম সঃ-র বিবিরূপে ঘর-কন্না করেন। তিনি বেশ মোটা-তাযা বয়িয়সী মহিলা ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল না। এই কারণে এবং হযরত 'আয়িশা রাঃ-র প্রতি নবী সঃ-র বিশেষ মহব্বত লক্ষ্য করিয়া নবী সঃ-র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরতের কয়েক বৎসর পরে তিনি নিজ পালার রাত্রিটি হযরত 'আয়িশা রাঃ-কে দান করেন।

www.ahlehadeethbd.org

باب الخلع

খুলা'-১তালাক অধ্যায়

২৬৪। ইব্‌ন-'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, সাবিত ইব্‌ন কইসের বিবি নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "আল্লার রসূল, কইস-পুত্র সাবিতের স্বভাব-চরিত্র-ব্যবহারেরও আমি নিন্দা করিতে পারি না, তাহার দীনদারীরও নিন্দা করিতে পারি না; কিন্তু [কি জানি কেন তাহাকে দেখিতেই আমার ইচ্ছা হয় না এবং তাহার সহিত আমাকে থাকিতে বাধ্য করিলে] আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি ইসলামে থাকিয়া কুফরে লিপ্ত হইয়া পড়িব। [অতএব আপনি আমাকে সাবিত হইতে পৃথক করিয়া দিন।] তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

اتردين عليه حديقته ؟ فقالت

نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ٥

"তুমি কি [মোহরে দেওয়া] তাহার বাগানটি তাহাকে ফেরত দিতেছ?" সে বলিল, "হাঁ।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ [সাবিতকে] বলিলেন, "বাগানটি গ্রহণ কর এবং উহাকে এক তালাক দাও।"—বুখারী।

বুখারীর আর এক রিওয়ায়াতে আছে—এবং রসূলুল্লাহ সঃ তালাক দিবার জন্য সাবিতকে আদেশ করিলেন।

১। খুলা' শব্দের অর্থ 'বাহির করিয়া ফেলা।' বিবি যদি স্বামীর নাপসন্দ হয় তবে তালাক দিবার অধিকার স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে। সে তালাক দিয়া নিজ অনভিপ্রেত বিবি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, স্বামী যদি কোন স্ত্রীলোকের নাপসন্দ হয় তবে ঐ স্বামীর কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় খুলা' অনুষ্ঠানের মধ্যে রহিয়াছে।

খুলা'-র স্বরূপ এই যে, স্বামী মোহরানাস্বরূপ বিবিকে যাহা দিয়া থাকে তাহা খুলা'কারিণী স্ত্রীলোক স্বামীকে ফেরত দিয়া তাহার নিকট তালাকের প্রার্থনা জানাইবে। অনন্তর স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া রুখসত করিয়া দিবে। স্বামী যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে তবে স্ত্রী বিচারকের নিকটে তাহার আবেদন জানাইবে এবং বিচারক যুক্তিসঙ্গত কারণ পাইলে তালাক দিবার জন্য স্বামীকে বাধ্য করিবেন।

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীসগুলি হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে,

(ক) খুলা' এক প্রকার তালাকবিশেষ। ইহা শুধু মাত্র বিবাহ-রদ নহে।

(খ) স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে খুলা' করা হইলে এক হাইয, 'ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

(৮৪ পৃষ্ঠার পর)

হলে, মারপিট করে, ইহার ফলে অপরের সহিত শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। মাদক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মদ্যপায়ীর দেহে অচিরেই অবসাদ আসে, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মস্তিষ্কে বিরূপ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অর্থের ভীষণ অপচয় হয়। ফলে, পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া তাহার নৈতিক অধঃপতন তাহাকে অমানুষ করিয়া তুলে, ধর্ম কর্মের প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টি হয়, আল্লার স্মরণ—নামায এবং অন্য ধর্ম কর্মকে সে অপ্রয়োজনীয় এবং অনর্থক সময়ের অপচয় স্বরূপ মনে করিতে শেখে। মোটের উপর মদ মানুষত্বের সমুন্নত আসন হইতে মানুষকে পশুত্বের নিম্নস্তরে নামাইয়া আনে, তাহাকে শয়তানের দোসররূপে পরিণত করিয়া ফেলে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্তমান যুগে মদ্য পানের ব্যাপক রেওয়াজ প্রচলিত হইয়াছে। ফলে উহার দুনিয়াবী কুফল তাহারা মারাত্মক ভাবেই ভুগিতে শুরু করিয়াছে। চিন্তাশীল মনিষিবৃন্দ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও পরিনামদর্শী ব্যক্তিগণ এজন্য ইতিমধ্যেই কঠোর সতর্কবানী উচ্চারণ শুরু করিয়া দিয়াছেন।

Contents

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম-প্রচার

—সৈয়েদ রশীদুল হাসান এম, এ, বি এল

ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বাণী বহন করে এনেছে এ বাণী হচ্ছে শান্তি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার সমগ্র মানব মণ্ডলীকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত করা যাতে ক'রে মানব জাতি জীবনে উক্ত সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পথ অবলম্বন ক'রে এ জগতে শান্তি ও সৌহার্দের সঙ্গে বসবাস করতে পারে এবং পারলৌকিক জীবনে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়।

এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে পথ-নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। কোরআনী পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে হেদায়ত আর এ হেদায়ত এসে থাকে প্রভু পরওয়ার্দেগার স্বয়ং আল্লার নিকট থেকে।

আমাদের সর্বপ্রথম পূর্ব পুরুষ হযরত আদম (আঃ) যখন একটি মাত্র ভুলের জন্য বেহেশত থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন তখনই আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে দুনিয়ায় হেদায়ত প্রেরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, "আর যখন নিশ্চিত-ভাবে তোমার নিকট আমার হেদায়ত আসবে এবং যারা সেই হেদায়ত মুতাবিক চলবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নাই—চিন্তার কোন হেতু নাই। কিন্তু যারা কুফরী করবে এবং আমাদের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা ধরে নিবে তারা হবে দোযখ-বাসী এবং সেখানেই তারা চিরস্থায়ী হবে—সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।" (২ঃ ৩৮, ২৯)

ইহাই আল্লাহর মৌলিক হেদায়ত। সেই প্রাথমিক যুগের পর থেকে ক্রমেই দুনিয়া বেড়ে চলেছে, মানুষের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগে সংগে মানুষের প্রয়োজনাদি বেড়ে গিয়েছে আর বিবিধ সমস্যারও উদ্ভব ঘটেছে। এই সমস্ত প্রয়োজনাদি মিটাবার জন্য এবং সমস্যাদির সমাধানের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে স্থানে স্থানে তাঁরই বিধান দিয়ে নবী ও রসুল প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ পথ-ভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে আর তারা হেদায়তের আলোকে সুপথ প্রাপ্ত হয়। এমনিভাবে দুনিয়ার সর্ব শেষ যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হেদায়ত পূর্ণত্ব এবং চরমত্ব লাভ করেছে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল ও শেষ নবী রহমতুল্-লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের হাতে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا .

"আজকের দিনে আমি তোমাদের ধর্ম (দ্বীন—জীবন ব্যবস্থা) পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার সমুদয় নেয়ামত—অনুগ্রহ পরিসমাপ্ত করে দিয়েছি এবং ধর্ম (পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা) হিসাবে (কেবল) ইসলামকেই আমি তোমাদের জন্য মনোনিত করে দিয়েছি" (৫ঃ ৩)। পরিষ্কার এবং দ্বিধাহীন ভাষায় আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন, একমাত্র ইসলামই দুনিয়ার মানুষের জন্য পরিপূর্ণ ধর্ম এবং জীবন ব্যবস্থা। এই ঘোষণার পর মানুষের ধর্ম এবং তার জীবন আদর্শের জন্য আঁধারে হাত-ড়াবার আর প্রয়োজনীয়তা নাই; অন্ততঃ পক্ষে আল্লাহ এবং রসুলের উপর বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য।

আল্লার পেয়ারা রসুল, আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আল্লাহর এই 'রেসালত,' তাঁর এই 'আমানত'—ইসলামকে দুনিয়ায় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে গেছেন। তিনি যে কেবল একটা রীতি নীতি বা ব্যবস্থা প্রচার করেই বিদায় নিয়েছেন তাই নয়, বরং তিনি সেই সমস্ত ব্যবস্থা নিজ কর্মময় জীবনে রূপায়িত ক'রে দুনিয়ার সামনে একটি পূর্ণ আদর্শ জীবনের প্রতিষ্ঠা করে এক সুন্দরতম নমুনা পেশ করে গিয়েছেন। যে শিক্ষা, যে পয়গাম এবং যে আদর্শ

www.ahlehadeethbd.org

তিনি রেখে গেছেন তা সুস্পষ্ট, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সুনির্দিষ্ট এবং সর্বাঙ্গসুন্দর।

ইহাই ইসলাম। ইহা একটি অতি পবিত্র আমানত স্বরূপ। এই আমানত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁরই উম্মৎ—মুসলমানদের জিম্মায় রেখে গেছেন। মুসলমান হিসাবে আমরা আমানতটি গ্রহণ করেছি। সুতরাং এই মহামূল্যবান আমানতটির হেফাযত এবং শ্রীবৃদ্ধি আমাদেরই সুমহান দায়িত্ব এবং পবিত্র কর্তব্য। ইসলামের শিক্ষা পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, প্রিয় নবীর এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের কর্মময় জীবন আদর্শরূপে অবলম্বন করে সমস্ত দুনিয়া জুড়ে ইসলাম প্রচার করা একমাত্র আমাদেরই কাজ। মুসলিম সমাজের এবং দুনিয়ার সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সর্ব প্রথম এবং সর্ব-শ্রেষ্ট দায়িত্ব এবং কর্তব্যই হচ্ছে ইসলাম প্রচার। এই মহা দায়িত্ব ও পূর্ণ কর্তব্যই যদি পালন না করা হয়, তবে মুসলমানদের মুসলিম হিসাবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্বের কোনই অর্থ থাকে না।

অতি পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলিম সমাজ এবং মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। এই ব্যাপক আদর্শচ্যুতির ফলেই আজ মুসলিম জাহানের চরম দুরবস্থা। কোন রাষ্ট্রেই শান্তির লেশ মাত্র নাই। তা ছাড়া সমস্ত দুনিয়া জুড়ে যে অশান্তির বহ্নি প্রজ্জলিত হয়েছে তার জন্যও মুসলিম জাহানের দায়িত্ব কম নয়, দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন এবং শান্তি রক্ষা করা মুসলমানদের ধর্মগত দায়িত্ব। কিন্তু ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা বিবর্জ্জিত মুসলিমগণ আজ তাদের সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে অক্ষম, কারণ তারা সে শিক্ষা নিয়ে আর নাই। তাই দুনিয়ায় এই অশান্তির জন্য তারাও বহুলাংশে দায়ী। তাদের এই অক্ষমতা এবং আদর্শচ্যুতির জন্য তাদেরকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে।

ইসলাম আজও অচল হয়ে যায় নাই—হতেও পারে না। ঐশী বিধান, তৌহিদের শিক্ষা কখনও অচল হবার নহে। সত্যিকার মুসলিমদের ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সম্পদ এবং ইহাই দুনিয়াতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপকরণ। এই উপকরণ ফেলে রেখে দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আমরা নিজেদের চোখের সামনে অনুরূপ প্রচেষ্টার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা অবলম্বন করেই যে পূর্ণ শান্তি স্থাপন করা সম্ভবপর ও সহজসাধ্য ইতিহাসই তার জলন্ত প্রমাণ। সুতরাং সত্যিকার মুসলমানদের হাতেই রয়েছে শান্তি স্থাপনের অব্যর্থ ব্যবস্থা। প্রয়োজন হচ্ছে কেবল বিশ্বাসের সংগে এই শিক্ষাকে গ্রহণ করা এবং কর্মক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ।

দুনিয়ার মানুষকে সুখ ও শান্তির সঙ্গে পার্থিব জীবন যাপনের ব্যবস্থা প্রদান এবং এই পার্থিব জীবনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি অর্জনের পন্থা শিক্ষা দিবার জন্যই দুনিয়াতে মুসলমানদের আগমন। পূর্বেই বলা হয়েছে, মুসলিম সমাজের এবং মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের অস্তিত্বের ইহাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে কারও বড় একটা লক্ষ্য নাই। অবশ্য এতটুকু অস্বীকার করার উপায় নাই যে, কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোক সংঘবদ্ধ ভাবে, জামায়াতবন্দির সঙ্গে ইসলামের কিছু কিঞ্চিৎ খেদমত করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অমুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ কোথাও হচ্ছে না, হলেও তেমন সুপরিচালিতভাবে (organised way চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য

কিছু সংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা করাই ইসলাম প্রচারের আসল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হিদায়তের বাণী, পবিত্র কোরআনের পয়গাম, ইসলামের মূল শিক্ষা প্রভৃতি দুনিয়ার মানবমণ্ডলীর কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া, যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবন সেই হিদায়তের আলোতে পরিচালিত ক'রে ইহকালের শান্তি এবং পরকালের মুক্তি অর্জন করতে পারে। সুতরাং দীক্ষাই (Conversion)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূল লক্ষ্য নহে, ইহা আসল লক্ষে উপনীত হবার পন্থা মাত্র—(The means to the end)। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল, শান্তি এবং মুক্তি, যা হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী 'ফালাহ' নাজাত (فلاح و نجات) কামিয়াবী এবং মুক্তি (Salvation) নির্ভর করে দুটি জিনিষের উপর। প্রথমটি হলো পূর্ণ বিশ্বাস (ঈমানে-কামেল ایمان کامل) এবং দ্বিতীয়টি হল নেক আমল বা ভাল-কর্ম (আমলে-সালেহ) (اعمال صالح)। ইহাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, প্রেরণা এবং নির্দেশ। কোরআন পাকের বাশারত বা শুভ-সংবাদ তাদেরই জন্য যারা পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সংকর্ম করে যাচ্ছে। বার বার পবিত্র কোরআনে বিঘোষিত হচ্ছে 'সাফল্য তাদেরই জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে—

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت

দুনিয়ার মানবগোষ্ঠির শেষ পরিণতি যে কি, তাহা পবিত্র কোরআনের একটি ছোট্ট সুরায় পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে।

"সময়—কাল বা যুগ সাক্ষী, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত, (ধ্বংস-মুখী) কেবলমাত্র তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে এবং সত্য প্রচারে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ-প্রেরণা দেয়।" (والعصر ১০৩)

আখেরাতের শেষ পরিণতি অতি ভয়াবহ যাহা স্বষ্টিকর্তা প্রভু ওয়াহীর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন। এ ধরণের আরও অনেক সতর্কবাণী পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান। এতে পরিস্কার বুঝা যায় দুনিয়ার অতি অল্প সংখ্যক মানুষ এই ধ্বংস ও মহা ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। ইহা সামান্য বা সাময়িক ক্ষতি নহে। ইহা চিরস্থায়ী ও অপূরণীয় ক্ষতি এবং চিরন্তন ধ্বংস-লীলা যার কোনই প্রতিকার থাকবে না, যার কবল থেকে আর উদ্ধার নাই।

ويقول الكافر ياليتنى كنت ترابا

"এবং (তখন) কাফের খেদের সঙ্গে বলবে 'হায়! যদি বা মাটিই হয়ে যেতাম"

কিন্তু এই আশীবাদ তখন আর পূর্ণ হবার নহে। আখেরাতে এই ভীষণ পরিণতির সতর্কবাণী পরকালের উপর বিশ্বাসী জাতি মাত্রের জন্য, বিশেষ করে কোরআনের উপর বিশ্বাসী মুসলিম জাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এক হুশিয়ার বাণী। এই ধ্বংস হতে রক্ষার একমাত্র উপায়ই হলো ঈমানে কামেল' এবং 'আমালে সালেহ'। জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য এই পথ অবলম্বন করে নিজেদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করা। পরম করুণাময় প্রভু (রব্ব) তাঁর আদরের সেরা স্বষ্টি মানুষকে ডেকে বলছেন,

يايها الانسان ماغرك بربك الكريم

"হে মানুষ, তোমার মেহেরবান দয়ালু প্রভু হতে কে তোমাকে প্রবঞ্চনা ও ধোকা দিয়ে দূরে (সরিয়ে) রেখেছে?" ৮২ঃ৬। কত স্নেহমাখা ও দরদপূর্ণ ডাক! কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষের পক্ষ হতে সে ডাকে সাড়া কৈ? অথচ আমরা তাঁরই দান, তাঁরই দয়া, তাঁরই নেয়ামত ও মেহেরবানীতে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত! এত তাঁর নেয়ামত যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয়, আর কি হতে পারে যে, এই আশ্‌রাফুল মখলুকাত মানুষের একটা বড় অংশই কেবল প্রভুর অকৃতজ্ঞই নহে, এমনকি তাঁকে একেবারে অস্বীকার করে বসে আছে!

মহান স্বষ্টিকর্তা ও করুণাময় প্রভু আল্লাহতা'লা মানুষকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো তাঁর পরিপূর্ণ হিদায়ত—পূর্ণ ও সঠিক জীবন ব্যবস্থা। সমগ্র মানব জাতির সুখ, শান্তি এবং মঙ্গলের জন্যই তিনি এই হিদায়েত দান করেছেন যা অবলম্বন করে চল্‌লে মানুষ যে কেবল পার্থিব সুখ শান্তিই লাভ করতে পারে তাই নয় বরং পরকালীন মুক্তি (Salvation) অর্জন করে নিজেদেরকে পরলোকের ভয়াবহ ক্ষতি এবং ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করতে পারে। ইহা মানুষের উপর আল্লাহর একটি অশেষ মেহেরবানী এবং অতিরিক্ত অনুগ্রহ (additional favour)। যদিও জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ আশ্‌রাফুল

www.ahlehadeethbd.org

মখ্‌লু'কাত—সৃষ্ট জগতের সেরা সৃষ্টি—তা'হলেও তাঁর শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বুদ্ধি সমস্তই সীমাবদ্ধ। যে জিনিষটিকে সে আজ সত্য বলে ধরে নিচ্ছে, হয়ত কালই আবার সেই জিনিষটিকে অসত্য এবং নিছক অপ্রকৃত বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে। অপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী মানুষের জন্য এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এহেন মানুষের নিজের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থা এবং জীবন বিধান দোষত্রুটি মুক্ত এবং নিখুঁৎ হতে পারে না। আর সত্য কথা এই যে, এমন মনগড়া বিধান নিয়ে মানুষ কখনও সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে নাই এবং পারবেও না। আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ জাতিই নিজেদের তৈরী বিধান অবলম্বন করে শান্তির জীবন ধারণের চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং হতে বাধ্য। একমাত্র সেই বিধান বা হিদায়ত যা মহাপ্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ নিজে তাঁর বান্দাদের জন্য মন্‌জুর করেছেন তাই নির্ভুল (perfect), স্বয়ং সম্পূর্ণ (Complete), চিরন্তন এবং সর্বাংগ সুন্দর। এই ঐশী বিধান অবলম্বন করেই যে সত্যিকার শান্তি এবং সুনির্মল সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করা সম্ভবপর, ইস্‌লামের স্বর্ণ যুগে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই বিধান বা হিদায়তই মুসলিম জাতির আদর্শ। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় বর্তমান মুস্‌লিম জাতীয় জীবনের সহিত এই হিদায়তের বড় একটা সম্পর্ক নাই। যে 'ইমানে-কামেল' এবং 'আ'মালে সালেহ' এই হিদায়তের মূল, তার সঙ্গে মুসলিম জীবনের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে। ইস্‌লামী শিক্ষার মূল ভিত্তিই এদুটি মহামূল্যবান জিনিষ কিন্তু এর সঠিক ধারণাও আজ আমাদের নেই। তাই এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম :— عاقل را اشاره بس است বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য ইংগিতই যথেষ্ট।

এখন আমি আল্লাহর হিদায়ত বা ঐশী বিধান এবং তাঁর পাক-কালামের শিক্ষা প্রচারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব।

পূর্বেই বলা হয়েছে এ দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমবেত ভাবে মুসলিম সমাজ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের। ইহা আমার নিজ মনগড়া উক্তি নয়। পবিত্র কোরআনের প্রত্যক্ষ নির্দেশ—উধৃতি দিয়ে আমি দেখাব, ইহা আল্লাহর হুকুম। তাছাড়া আমাদের প্রিয় নবীও (দঃ) অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের একটি প্রাথমিক (elamentary), মহান এবং উদার নীতি হলো, 'যা কিছু ভাল আমি নিজে পেয়েছি তা অপরকেও দিতে হবে, পৌঁছাতে হবে; সকলের মধ্যে বিলাতে হবে সেই শুভ জিনিষটি। ভাল জিনিষ নিয়ে কেবল নিজেই সুখী হলে চলবে না, বরং সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে ইহা দ্বারা উপকৃত করতে হবে। আল্লাহর হিদায়ত এবং ইসলামের মহান শিক্ষার চেয়ে ভাল, আর কোন জিনিষই হতে পারে না। কারণ ইহা এমনিই নেয়ামত যা অবলম্বন করে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন উভয় বিধ মঙ্গল হাসিল করতে পারে। সুতরাং ইসলামের এই প্রাথমিক নীতি অনুসারেও আল্লাহর হিদায়ত এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে বিতরণ করতে হবে—সকলকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে। আল্লাহ বলছেন,

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل
صالحا وقال انني من المسلمين .

কওল, (قول) বা কথার দিক দিয়ে তার চেয়ে ভাল কে হতে পারে যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজ করে এবং বলে সত্য সত্যই আমি মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য—(আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্ম সমর্পণকারী)? (৪১ : ৩৩)

এখন আসুন পবিত্র কোরআনের পরিষ্কার বিধানের দিকে। কেবল তিনটি উধৃতি নিম্নে দেওয়া হচ্ছে :—

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات
والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتب
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون، الا الذين

www.ahlehadeethbd.org

تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ٠

১। যারা ঐ সমস্ত গোপন করে যাহা আমি পরিষ্কার বিধান এবং হিদায়ত স্বরূপ নাযিল (অবতীর্ণ) করেছি—এর পর যে, ইহা মানুষেরই হিদায়েতের জন্য কিতাবে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের (গোপনকারীদের) উপর লা'নত করেন এবং লা'নতকারীরাও তাদের উপর লা'নত করেন। কিন্তু যারা তৌবা করেন, নিজেদের সংশোধন করেন এবং পরিষ্কার ভাবে (সেই গোপনকৃত তথ্য প্রকাশ ও) প্রচার করেন—তাদের উপর আমি ক্ষমা পরবশ হই এবং আমিই সবচেয়ে বড় তৌবা গ্রহণকারী এবং মেহেরবান (২: ১৫৯—১৬০)

ان الذين يكتمون ماانزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك مايا كلون فى بطونهم الا النار ولايكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ٠ ولهم عذاب اليم، اولئك الذين اشترو الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ٠

২। আল্লাহ কিতাব গ্রন্থ প্রভৃতি যাহা নাযিল করেছেন, যারা গোপন করে এবং তা অতি নগণ্য মূল্যের পরিবর্তে বিক্রয় করে ফেলে তারা তাদের উদর আগুন ছাড়া অরে কিছু দিয়ে পূর্ত করে না। আল্লাহ তাদের সঙ্গে কেয়ামতের দিন (শেষ বিচারের দিন) কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে অতি কষ্টকর শাস্তি। এরাই হিদায়েতের পরিবর্তে গুমরাহী এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি কিনে নিয়েছে। দোযখের আগুনের প্রতি তাদের কি দুঃসাহস (২ : ১৭৪ : ১৭৫)

واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتو الكتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس مايشترون

৩। এবং যখন আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, যাদের কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) দেওয়া হয়েছে যে, নিশ্চয় তোমরা উহা (কিতাবের হিদায়ত) মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে প্রচার করে যাবে এবং উহা গোপন করবে না। কিন্তু তারা ইহা (সেই হিদায়ত) তাদের পিঠ পিছে নিক্ষেপ করে দিল এবং এর পরিবর্তে অতি অল্প মূল্য গ্রহণ করে নিল, কি জঘন্য ব্যবসাই না করে তারা!" (৩:১৮৬)

আল্লাহর কিতাব এবং তার হিদায়ত গোপন করা এবং এ সমস্ত স্পষ্টভাবে প্রচার না করা সম্বন্ধে এই তিনটি উধৃতিই যথেষ্ট। ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ যারা যথাক্রমে ঐশী গ্রন্থ তৌরাত এবং ইঞ্জীলের ধারক এবং বাহকের দাবীদার তারা তাদের কিতাবের হিদায়ত গোপন করায় (এমন কি কিতাবের নির্দেশ পরিবর্তন করায়ও তারা সিদ্ধহস্ত ছিল) তাদের এই হিদায়ত গোপনজনিত বিচ্যুতির উল্লেখ করেই আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মুসলমানদের সাবধান এবং সতর্ক করে দিচ্ছেন যেন তারাও ঐরূপ ব্যাধি গ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কিন্তু যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। যে সমস্ত দোষ ইহুদী এবং নাছারা (খৃষ্টান) দের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ঠিক সে সমস্তই আরও ব্যাপক আকারে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দুনিয়ার বেশীর ভাগ মুসলমানই আজ কোরআনের শিক্ষা এবং হিদায়তের সঙ্গে অপরিচিত—হিদায়ত প্রচার করা তো দূরের কথা।

আমি একথা বলি না যে, দুনিয়ার সকল মুসলমানকে কেবল ইসলাম প্রচার নিয়েই থাকতে হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে সকলকেই ইস্‌লামের পুরাপুরি শিক্ষা গ্রহণ করে সত্যিকার খাঁটি মুসলমান হতে হবে—নিজেরই মঙ্গলের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে এ মহান কাজের জন্য নির্বাচিত করতে হবে, যারা সকলের পক্ষ থেকে এই কর্তব্য পালন করে যাবে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের পরিষ্কার বিধান হচ্ছে,

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ٠

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি 'জামআত' থাকতে হবে যারা (মানুষকে) ভালর দিকে ডাকবে,—উত্তম কাজের হুকুম করবে, গর্হিত কার্য হতে বিরত রাখবে, তারাই হচ্ছে সফলকাম—কামীয়াব ৩ ঃ ১০৩।

প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক সহরে তথাকার সকল মুসলিমকে মিলিত হয়ে কিছু সংখ্যক লোকের এমন একটি জামাআত কায়েম করতে হবে যারা ইসলাম প্রচার, আল্লাহর দিকে জনগণকে ডাকা, ভাল কাজের প্রেরণা দেওয়া এবং অন্যায় ও কুকর্ম হতে মানুষকে বিরত রাখা, ইত্যাদী ইস্লামী জনহিতকর কার্য করে যাবে। এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা যদি করা না হয় তবে সমস্ত মুসলিম সমাজের প্রত্যেককেই এই কর্তব্য এবং দায়িত্ব প্রতিপালনে অবহেলার জন্য দায়ী হতে হবে। শরীয়তের পরিভাষায় এই দায়িত্বকে 'ফরজে কেফায়া' বা representative responsibility বলা হয়।

কি সুন্দর ন্যায় সঙ্গত ঐশী বিধান! কিন্তু আজ মুস্লিম জাহান এই বিধানটি পুরোপুরী লংঘন করে চলেছে। ফলে একদিকে সকল মুসলমানই এত্র অপরাধে অপরাধী—আল্লাহর কাছে তাদের জবাব-দিহি করতে হবে, অপর দিকে ইস্লামের শিক্ষা, ইসলামের আলো, ইস্লামের হিদায়ত প্রচারের অভাবে দুনিয়ার মানুষের এক বিরাট অংশ পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্যও মুস্লিম জাতিই প্রধানতঃ এবং প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কেবল তাই নয়, এমনও শুনা যায়, হাজার হাজার মুসলিম ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। এ যে কত বড় সাংঘাতিক কথা, চিন্তা করলেও শরীর শিউরে উঠে। কোথায় অমুসলমান ইস্লামের সুশীতল ছায়া তলে এসে নিজেদের পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করবে, সে স্থানে ইসলাম ছেড়ে মুসলমানই বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে! এর জন্য শিক্ষিত মুস্লিম সমাজ অধিকতর দায়ী। ইসলামের শিক্ষা প্রচারে অবহেলা এর অন্যতম কারণ। আবার ওদিকে খৃষ্টান মিশনগুলি তাদের রাষ্ট্র সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সাহায্যে এমন তৎপরতার সঙ্গে তাদের বিকৃত এবং অচল ধর্মের প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং এতসব প্রলোভন জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছে যে, দুঃস্থ, দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য সে লোভ সম্বরণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠছেনা। ফলে তারা সেই মিশনারীদের শিকারে পরিণত হচ্ছে। মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা নাই। আল্লাহর পরিষ্কার নির্দেশ থাকা সত্বেও আমরা মুসলমানগণ সত্যসনাতন ধর্ম ইসলাম প্রচারের দায়িত্বে শৈথিল্য ও অবহেলা প্রদর্শন করে আস্ছি। এই শৈথিল্য ও অবহেলাই এই গুরুতর পরিস্থিতির প্রধান কারণ। এ মহা ত্রুটীর জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব, তা একবার ভাল করে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন নয় কি?

পবিত্র কোরআনের যে সব নির্দেশ, অতি সংক্ষেপে উপরে উধৃত করা হয়েছে তা থেকে আমাদের সতর্ক এবং হুশিয়ার হতে হবে এবং আমাদিগকে আল্লাহর হিদায়ত-সমূহ নিজেদের গ্রহণ করতে হবে এবং সে সমস্ত হিদায়ত দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী তাঁর সাহাবা, সহচর এবং সমুদয় উম্মতকে এই মহান কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে গেছেন এবং অসংখ্য নির্দেশ দান করে গেছেন। তাঁর ত্যাগ এবং সেবার শিক্ষা নিয়ে নবীএ করীমের সাহাবা ঐ সমস্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আল্লাহ, রসুল এবং দীনে ইসলামের জন্য তারা নিজ নিজ জান মাল অকুণ্ঠচিত্তে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ফলে ইসলাম দুনিয়াতে উন্নতির শীর্ষস্থান সধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিহাস ইহার জলন্ত প্রমাণ। আজ আমরা কোটি মুসলমান থাকা সত্বেও মুসলিম জাহান দ্বিধাবিভক্ত, নির্জীব, শক্তিহীন অপমানিত এবং অবহেলিত। আজ মুসলমানের হাতে ইসলাম এতীম। এর কারণ আর বলে দিতে হবেনা, যে সমস্ত আলোচনা উপরে হয়ে গেছে তাই এর জন্য যথেষ্ট। কেবল চোখ খুলে দেখা দরকার। এখন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করাই প্রধান কর্তব্য

(আগামীতে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

হাফিয্ ইব্ন কাসীর রহঃ

--আবুল কাসেম মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিশেষে ইহাও প্রকাশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, হাফিয ইবন কসীরের স্বনামখ্যাত উস্তায 'আল্লামা হাফিয ইবন তাইমিয়ার সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সম্বন্ধ থাকায় জ্ঞানাহরণ ব্যাপারে ইবন কাসীরের চরিত্রের উপরে এই উসতাদের প্রভাব গভীর ছাপ অংকিত করিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ মাস্আলায় ইমাম ইবন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্ন-কাযী শহ্বা স্বীয় তবকাত (طبقات) গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

كان له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه واتباع له فى كثير من ارائه وكان يفتى برايه فى مسئلة الطلاق واوذى بسبب ذلك .

অর্থাৎ ইবন তাইমিয়ার সহিত তাঁহার খাছ সম্বন্ধ ছিল। তিনি ইবন তাইমিয়ার মতের সমর্থনে বিতর্ক করিতেন এবং তাঁহার বহু মত অনুসরণ করিতেন। তিনি তিন তালাকের মাস্আলাতে ইবন তাইমিয়ার মত অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।[৬] এই হেতু, তাঁহাকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় এবং অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করিতে হয়।

ইমাম ইবন কাসীর শেষ জীবনে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলেন। ৭৭৪ হিজরীর ২৬শে শাবান বৃহস্পতিবার এই মহাপুরুষ নশ্বর জগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত অমর ধামে যাত্রা করেন, رحمة الله عليه এবং দিমাশকের বিখ্যাত কবরস্থান 'সুফীয়াতে তাঁহার প্রিয় উস্তায্ শাইখু ইসলাম ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার সমাধি পার্শ্বে সমাহিত হন।

তাঁহার মৃত্যুতে, তাঁহার কোন ভক্ত শিষ্য শোকোচ্ছ্বাসে যে হৃদয় বিদারক মর্সীয়া-গাথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে দুইটি পংক্তি উধৃত হইল :

لفقدك طلاب العلوم تاسفوا
وجاروا بدمع لايبيد غزير
ولو مرجوا ماء المدامع بالدما
لكان قليلا فيك يا ابن كثير

তোমার তিরোধানে বিদ্যার্থীগণ হা হুতাশ করিল, এবং এত অধিক অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল যে, তাহা কিছুতেই রোধ হইতেছে না। তাহারা যদি ঐ অশ্রু বারীর সহিত শোণিত মিশ্রিত করিয়া দিত তবুও, হে ইব্ন কাসীর! উহা তোমার ব্যাপারে খুব সামান্য বলিয়া গণ্য হইত।

ইমাম ইব্ন কসীরের উত্তরাধিকারীর মধ্যে দুই পুত্র-রত্ন জগতে খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। একজন যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান (৭২৯ হিঃ সনে মৃত্যু) এবং দ্বিতীয় পুত্র বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ—(অতি উচ্চ শ্রেণী মুহাদ্দিস, ৮০৩ হিজরী সালে রমলা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন)। হাফিয ইব্ন ফহদ তাঁহার ذيل গ্রন্থে এই দুই মহাত্মার জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন।

৬। ইমাম ইবন-তাইমিয়ার মতে যদি একই মজলিসে এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হয়, তবে উহা একই তালাক গণ্য হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ইব্‌ন কাসীরের গ্রন্থসমূহ

ইমাম ইব্‌ন-কাসীর তাঁহার স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বিরচিত তফছির, হাদিছ, ছিরত ও ইতিহাস গ্রন্থগুলি সকলের নিকট বিশেষ সমাদৃত ও গ্রহণীয় হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ইতিহাস-সম্বন্ধীয় তসনীফাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বনামখ্যাত আল্লামা ইমাম যহবী (রহঃ) লিখিতেছেন— ولى تصانيف مفيدة তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ অতীব উপকারী।

হাফিয ইব্‌ন হজর (রহঃ) লিখিতেছেন—

سادت تصانيفه فى البلاد فى حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته .

তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন নগরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর লোক তাহা দ্বারা উপকৃত হইতেছে।

ইমাম শওকানী লিখিতেছেন— وقد انتفع الناس بتصانيفه لاسيما التفسير তাঁহার তসনীফাত দ্বারা বিশেষতঃ তফসীর দ্বারা লোক উপকৃত হইয়াছে।

আমরা তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের যতগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। تفسير القرآن الكريم তফ্‌সীরুল কুরআনিল্ কারীম।

এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে হাফেজ সুয়ুতী (রহঃ) লিখিতেছেন—

"এই ধরণের অপর কোন তফ্‌সীর লিখিত হয়নাই।"

মুহাদ্দিস কাওসরী লিখিতেছেন— هو من افيد كتب التفسير بالرواية "রেওয়ায়ত যোগে যে সকল তফসীর গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সর্বাধিক উপকারী।" আল্লামা কাযী শওকানী লিখিতেছেন—

وقد جمع فيه فاوعى ونقل المذاهب والاخبار والاثار وتكلم باحسن كلام وانفسه

"এই গ্রন্থে তিনি রিওয়ায়াৎ সংগ্রহ করিতে গিয়া পূর্ণভাবে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন; বিভিন্ন মজহাব ও মতবাদ, হাদীস ও সাহাবা-তাবি-'উনের উক্তি উধৃত করিয়াছেন এবং অতিউত্তম ও সূক্ষ্ম আলোচনা বিবৃত করিয়াছেন।"

গ্রন্থখানির বিশেষত্বঃ—তফ্‌সীরুল কুরআনের মূল নীতির অনুসরণে সর্বপ্রথমে অপরাপর আয়াতের আলোকে তফসীর করা হইয়াছে। অতঃপর মুহাদ্দিসদের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে ঐ বিষয়ে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উধৃত করিয়া প্রয়োজনবোধে উক্ত হাদীসের সনদ ও রিজাল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পরে সাহাবা ও তাবি'উনের উক্তি ও আমল সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ হইতে ইসরাইলী রিওয়ায়াতগুলি বাছিয়া লইয়া উহা পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে।

এইরূপ দুরুহ ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য সমাধার জন্য বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় যোগ্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মুহাদ্দিসেরই আবশ্যক ছিল। "আল্‌হামদুলিল্লাহ্", ইমাম ইব্‌ন কসীর (রহঃ) তাঁহার জীবন ব্যাপী সাধনার অমৃত ফল স্বরূপ উহা সু-সম্পন্ন করিয়া দিয়া জগতের অসীম কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

এই বিরাট গ্রন্থখানি মিছরে ১৩০১ হিঃ সালে স্বনাম ধন্য আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুমের তফসীর ফৎহুল্ বয়ানের হাশিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আল্লামা বাগাবীর (মৃঃ ৫১৬ হিঃ) তফ্‌ছীর মা'আলিমুত্ তান্‌যীলের হাশিয়াতেও ইহা ছাপাইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। البداية والنهاية "আল্-বিদায়া ওন্-নিহায়া" ইব্ন কসীর সঙ্কলিত এই বিরাট ইতিহাস গ্রন্থখানি তাঁহার এক অমূল্য অবদান। ইহা মিসর হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে প্রাথমিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ যুগের অবস্থা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমে পয়গম্বরগণের এবং বিগত উম্মতগণের বিবরণ দিয়া তারপরে সীরাত-নববী সঃ এর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর খিলাফাত রাশেদা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে কিয়ামতের আলামত সমূহ এবং পরকালের অবস্থাদিও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিখ্যাত কাশ্‌ফুয্ যুনূন গ্রন্থে রহিয়াছে—

اعتمد فى نقله على النص من الكتاب والسنة فى وقائع الالوف السالفة وميز بين الصحيح والسقيم والخبر الاسرائيلى وغيره

পূর্বকালের হাযার হাযার বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নাহর বর্ণনার উপর নির্ভর করা হইয়াছে, এবং সহীহ, য'ঈফ ও ইসরাঈলীয় রেওয়ায়ত গুলিকে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তগয়ী বরদী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

هو فى غاية الجودة "এই গ্রন্থখানি অতীব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ"।

এই গ্রন্থের সীরাত-নববী অংশ অত্যন্ত সুন্দর ও উত্তমভাবে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে হাফিয ইবন কাসীর তাঁহার জীবনকালের দুই বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ 'আইনী রচিত তারীখ গ্রন্থ খানির অধিকাংশই এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। হাফিয ইব্ন হজর এই গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

৩। التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل "আত্-তাক্-মীল-ফীমা'রিফাতিশ্-সিকাতি ওয্-যু'আফা' ওাল-মাজাহীল"। "কাশ্-ফুয্ যুনূন" প্রণেতা এই গ্রন্থখানির নাম التكملة فى اسماء الثقات والضعفاء বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁহার 'আল বিদায়া ওান্-নিহায়াতে' এবং 'ইখতেসার 'উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে উপরোক্ত নাম লিখিয়াছেন। গ্রন্থ খানির নাম হইতে তাহার বিষয় বস্তু প্রকটিত হইতেছে। ইহা রিজাল শাস্ত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। হাফিয হুসাইনীর মতে ইহার পাঁচটি খণ্ড রহিয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন,

هو نفع شئ للفقيه البارع وكذلك للمحدث

"গ্রন্থ খানি যেমন অভিজ্ঞ ফকীহের জন্য উপকারী তদ্রূপ মুহাদ্দিসের জন্যও উপকারী"।

৪। الهدى والسنن فى احاديث المسانيد والسنن.

'আল্-হাদ্‌য়ু অস-সুনান ফী আহাদীসিল মসানীদে অস্‌সুনান। এই গ্রন্থখানি جامع المسانيد নামে বিখ্যাত। ইহাতে মুসনাদ আহমদ ইবন্ হাম্বল, মুসনাদ বায্‌যার, মুসনাদ আবু-য়া'লা, মুসনাদ ইবন-আবী শাইবা এবং সিহাহ-সিত্তার রিওায়াত গুলিকে একত্র করিয়া বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

মুহাদ্দিস কওসরী লিখেন هو من النفع كتبه এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থগুলির অন্যতম। ইহার হস্ত-লিখিত একটি কপি মিসরের 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়ায় মওজুদ রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। طبقات الشافعية "তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়াহ।' এই গ্রন্থে শাফি'ঈ ফকীহদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহার হস্তলিখিত একটি কপি, শাইখ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রায্যাক হামযা, শাইখ হুসাইন বাস্‌লামার নিকট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৬। مناقب الشافعي 'মনাকিবুশ শাফি'ঈ' উক্ত রিসালায় ইমাম শাফি'ঈ'র অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার বিখ্যাত "আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া" গ্রন্থে ইমাম শাফি'ঈ'র বিবরণ দিতে গিয়া এই রিসালার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার হস্তলিখিত কপিখানি 'তাবাকতুশ্ শাফি'ঈয়া''র সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। "কাশ্‌ফুয-যুনূন" প্রণেতা এই রিসালা খানির নাম 'الواضح النفيس فى مناقب الامام ابن ادريس' "আল ওয়াযিহুন নাফীস ফী মনাকিবিল ইমাম ইবনি ইদরীস" লিখিয়াছেন।

৭। تخريج احاديث ادلة التنبيه "তাখ্‌রিজ আহদীস আদিল্লাতিৎ তমবীহ।'

৮। تخريج احاديث مختصر ابن الحاجب "তাখরীজ আহাদীস মুখতাসার ইবনুল্ হাজিব"। গ্রন্থকার পাঠ্যাবস্থায় "তমবীহ" ও "মুখতাসার" উভয় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

৯। شرح صحيح بخاري শরহ সহীহ বুখারী"। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রণয়ন কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার তাঁহার ইখতিসার উলুমিল হাদীস গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১০। الاحكام الكبير "আল্-আহকামুল কাবীর" এই গ্রন্থ খানিতে তিনি আহকামের হাদীসসমূহ বিস্তারিত ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়া কিতাবুল হজ্জ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন—সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার "ইখতিসার 'উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১১। اختصار علوم الحديث "ইখতি-সার 'উলুমিল হাদীস'। 'আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ মরহুম তাঁহার "মিন-হাজুল উসূল ফী ইস্‌তিলাহি আহাদীসির রসূল' গ্রন্থে ইহার নাম الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث "আল্ বা'ইসুল হাসীস 'আলা মা'রিফাতে 'উলুমিল হাদীস" লিখিয়াছেন। ইহা আল্লামা ইবনুস সলাহ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ) লিখিত বিখ্যাত উসূলুল হাদীসের কেতাব 'উলুমুল হাদীছ' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইবনুস সলাহ' مقدمه ابن الصلاح গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গ্রন্থকার ইহার স্থানে স্থানে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয ইব্‌নে হজর (রাঃ) এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— وله فيه فوائد "ইহাতে বহু উপকারী বিষয় রহিয়াছে।"

১২। مسند الشيخين—'মুস্‌নাদুশ শাইখাইন'। ইহাতে হযরত 'আবুবকর (রাঃ) ও হযরত 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থকার, ইখতিসার 'উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে তাঁহার অপর একখানি مسند عمر "মুসনাদ উমর" নামীয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বিশেষ, তাহা অবগত হওয়া যায় না।

১৩। السيرة النبوية। 'আস্-সীরাতুন নববীয়াহ'। ইহা সীরাতে নববীর একখানি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

১৪। الفصول فى اختصار سيرة الرسول "আল-ফুসুল ফী ইখতিসারি সীরাতির রসূল।" হযরত সঃ-র একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। গ্রন্থকার স্বীয় তফসীর গ্রন্থে সূরা আল-আহযাবে খন্দক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের উল্লেখ

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছেন। ইহার হস্তলিখিত একখানি কপি মদীনা মুনওওারার শাইখুল ইসলাম লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

১৫। كتاب المقدمات "কিতাবুল মুকদ্দিমাত'। গ্রন্থকার 'ইখতিসার' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬। مختصر كتاب المدخل للبيهقي "মুখতাসার কিতাবুল মদখল লিল-বাইহাকী"। ইহার নাম গ্রন্থকার ইখতেসার গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। الاجتهاد في طلب الجهاد "আল্-ইজতিহাদ ফীতলবিল জিহাদ"। যে সময়ে খৃষ্টানগণ 'আয়াস' দুর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকা খানি আমীর মনজাকের জন্য লিখিয়াছিলেন। ইহা মিসর হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

১৮। رسالة في فضائل القرآن 'রিসালা ফী ফাযায়িলিল কুরআন'। ইহা মিসরের আল্-মানার প্রেসে তাফসীর ইবন কাসীরের সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯। مسند امام احمد 'মুসনাদ ইমাম আহমদ'। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থ খানিকে বর্ণমালার তরতীবে সাজাইয়া এবং তাহার সহিত ইমাম তাবরানীর معجم মু'জাম ও আবূ য়া'লার মুসনাদ হইতে অতিরিক্ত হদীস-গুলি উহার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া এই গ্রন্থ-খানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

লাল বেগী

—আবদুল নঈম চৌধুরী

মেথরদের একটা উপ-সম্প্রদায়ের নাম 'লালবেগী'। তাহারা উর্দু ভাষায় কথা বলে। তাহাদের কথ্য ভাষার সহিত উত্তর ভারতের উর্দু ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। লালবেগীগণ মেথরদের সহিত একত্র বসবাস করা সত্ত্বেও পোষাক পরিচ্ছদে, বসবাসের কায়দায় এবং খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে মুসলমানদের সহিত তাহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। মেথরগণ শূকর পালন করে এবং শূকরের মাংস খায় কিন্তু লালবেগীগণ শূকর পালন করে না এবং শূকরের মাংস খাওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। শূকরের মাংসের ন্যায় মদ পান করাও লালবেগীগণের মধ্যে সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ।

লালবেগী মেয়েদের পোষাক এবং তাহা পরিধানের কায়দা অনেকটা মুসলমান মেয়েদের মত। লালবেগী স্ত্রীলোকগণ মেথর স্ত্রীলোকদের তুলনায় অধিকতর পর্দাশীলা। লালবেগী স্ত্রীলোকদের কেহ কেহ ইদানীং রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এখনও মুসলমান স্ত্রীলোকদের মত গৃহে বাস করিয়া সংসার কর্ম সম্পন্ন করিতে অভ্যস্ত।

ধর্ম ব্যাপারেও মেথরদের সহিত লালবেগীদের কোন মিল নাই। মেথরগণ হিন্দুদের ন্যায় নানা দেবদেবীর উপাসনা করে কিন্তু লালবেগীগণ কোন দেবদেবীর উপাসনা করে না। মেথরদের মধ্যে প্রচলিত পর্ব দোল ও দেওয়ালীর বাহ্যিক আচার ইদানীং লালবেগীগণের মধ্যে প্রচলিত হইতে দেখা গেলেও ঈমান ও আকীদা ব্যাপারে মেথরদের সহিত তাহাদের কোন মিল দেখা যায় না। মেথরদের পঞ্চায়েত হইতে লালবেগীগণের পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ পৃথক। মেথরদের সহিত একত্র বসবাস করিলেও লালবেগীগণ বিবাহ-শাদী ও সামাজিকতা বিষয়ে মেথরগণ হইতে ভিন্ন। লালবেগীগণ ও মেথরগণ একই বস্তিতে বাস করা সত্ত্বেও এবং একই পেশায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাহারা পরস্পর এরূপ পৃথক কেন এবং মুসলমানদের সহিত লালবেগীদের এতটা মিল থাকার কি কারণ হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে একথাই বলা যাইতে পারে যে, লালবেগীগণ সম্ভবতঃ পূর্বে মুসলমান ছিল। কালের গতিতে আজ তাহারা ধর্মহারা।

ত্রিশ বৎসর পূর্বেও লালবেগীগণ যে মুসলমান ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৪ ইং সালের কোন এক সময় কলিকাতার বালিগঞ্জ মসজিদে মরহুম আল্লামা আবুল কালাম আযাদের প্রদত্ত একটি খুতবার উল্লেখ করা চলে। মাকতাবায়ে মাহওল্ করাচী হইতে ১৯৬১ সনে প্রকাশিত, জনাব আনওয়ার আরেফ কর্তৃক সম্পাদিত "আযাদ কি তাক্‌রীরে" নামক পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় 'মুসায়ত কী হাকীকত' সম্বন্ধে মরহুম আল্লামার যে খুৎবা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে বলিতে গিয়া মরহুম আল্লামা বলেন,

"বিরাদরান, গতকল্য সকালে একদল লোক আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহারা নিকটেই বাস করেন। তাঁহারা আমাকে একটি বিষয় সম্বন্ধে শরীয়তের মস্‌আলা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাহার জবাব দিলে তাঁহারা বিদায় হইয়া যান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহারা বলেন, "আমরা লালবেগী সম্প্রদায়ের লোক। ভারতের সর্বত্রই আমাদের সম্প্রদায়ের লোক রহিয়াছে। রাস্তা ও গৃহ পরিষ্কার করা আমাদের পেশা ও জীবিকার উপায়। আমরা মুসলমান। আমরা মৃতকে ইসলামী মতে গোসল দেই এবং তজ্‌হীয-তকফান করি। শিশুর জন্মকালে আমরা মুসলমানের মতই আচরণ করি। যদিও আমরা নামায রোযা কম আদায় করি কিন্তু নামায রোজায় আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। মুসলমান সাধারণের মত আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আমাদেরও পরিপূর্ণ ঈমান রহিয়াছে। এতদ্‌সত্বেও মুসলমানগণ আমাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করে। আমাদিগকে নীচ বলিয়া ধারণা করে এবং আমাদিগকে ঘৃণা করে। আমাদের এক ব্যক্তি ইদানিং স্থানীয় হোটেলে চা পান করিতে যায়। দোকানদার তাহাকে চিনিত না। সে চা পান করিয়া পয়সা দিয়া চলিয়া আসে। তৎপর স্থানীয় যে সকল মুসলমান তাহাকে চিনিত তাহাদের কেহ কেহ দোকানদারের নিকট কৈফিয়ত তলব করে এবং দোকান বয়কট করিবে বলিয়া দোকানদারকে ভয় দেখায়। দোকানদার আমাদের সর্দারের নিকট আসে এবং আমাদের ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। আমাদের কয়েকজন লোক তাহার সাথে গিয়াছিল। সেখানে প্রকাশ্যে আমাদের গাল-মন্দ করা হয় এবং আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া রক্ষা পাই। যে পেয়ালাতে আমাদের ঐ লোকটা চা পান করিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং পেয়ালার দাম আমাদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। দোকানের সমস্ত বাসন-পেয়ালা ধৌত করা হয় এবং হোটেলটিও ধোলাই করা হয়। দোকানদার আর এরূপ ভুল করিবে না—ওয়াদা করিয়া তবে রক্ষা পায়।" লালবেগীগণের ধর্ম সম্বন্ধে মরহুম আল্লামার এই খোতবা একটি মূল্যবান প্রামাণ্য দলীল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, লালবেগীগণ শিখ জাতির একটা বিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হারাম হালাল দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা শিখ জাতির বিচ্ছিন্ন অংশ নহে। বিশেষতঃ শিখ জাতির অবশ্য করণীয় কাজের কোন কিছুই লালবেগীগণের আচরণে পাওয়া যায় না।

১৮৫৭ সালের পূর্বে ইতিহাসের পাতায় লালবেগীদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে বহুদিন যাবৎ লালবেগী সম্প্রদায় বাস করিতেছে। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত টেইলর সাহেবের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "টপগ্রাফী এণ্ড ষ্টাটেষ্টিক অব্‌ ঢাকা" নামক পুস্তকে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির বিশদ বিবরণ সহ উভয় জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নাম ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে "লালবেগী" নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদার নাথ মজুমদারের "ঢাকার বিবরণ" নামক পুস্তকে মুসলমানদের মধ্যে "লালবেগী" নামে একটা সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়।

ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, "লালবেগী" মূলতঃ মুসলিম জাতি। ইহা হইতে অনুমান করা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ১৮৫৭ সালের ইন্‌কিলাবের পরে 'লালবেগী' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

১৮৫৭ সালের আযাদী যুদ্ধে পরাজিত মুসলমান জাতির প্রতি বিজয়-উন্মত্ত ইংরাজগণ যে বর্বর আচরণ করিয়াছিল তাহার কতক অংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে গিয়া ইংরাজগণ মুসলমানদিগকে পাইকারী ভাবে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করে। মুসলমাদের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয় অথবা দ্বীপান্তরে পাঠান হয়। কোন কোন এলাকায় মুসলমান বাসিন্দাকে জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই ইন্‌কিলাবের ঘূর্ণি-বাত্যায় সম্ভবতঃ লালবেগীগণও তাহাদের মাতৃভূমি উত্তর ভারতের কোন অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের দরুণ মেথরের পেশা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পেশার খাতিরে তাহারা মেথরের সাহচর্য্যে আসে এবং মেথর বস্তিতে বাস করিতে আরম্ভ করে। প্রথম দিকে ধর্মের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস থাকায় তাহারা মুসলমানরূপেই জীবন যাপন করিতে থাকে। পরবর্তী কালে পেশার খাতিরে ধীরে ধীরে মুসলমান সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মেথরের সহিত ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হয়। মুসলমানগণ লালবেগীদিগকে তাহাদের পেশার জন্য মেথর বলিয়া গণ্য করিতে থাকে এবং তাহাদের সহিত সংশ্রব ছিন্ন করিয়া বসে। ক্রমে ক্রমে লালবেগীগণ মুসলমান সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মেথরদের মধ্যে একটি উপ সমপ্রদায়ে পরিণত হয়। মরহুম আল্লামা আবুল কালাম আযাদের খুতবা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিলে 'লালবেগী' নামের ইতিহাস খুঁজিতে বেগ পাইতে হয় না। ১৮৫৭ সালের বিচ্ছিন্নতার পর তাহারা লোক সমাজে সম্ভবতঃ "আল-বাগী" বা বিদ্রোহী দল বলিয়া পরিচিত হয় এবং উহাই কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া 'লালবেগী' হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় শহরে মেথরদের সহিত আজও লালবেগী সম্প্রদায় বসবাস করিতেছে। ইসলামের এই হারান মেষ আবার দলে ফিরিবে কি না কে জানে?

ইংরাজ রাজত্বের শেষ ১৯৪৩ সালে প্রান্তে বাঙ্গলাদেশে বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান এলাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনুমান ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া মারা যায়। এই সময়ে একদল মুসলমান পেটের দায়ে মেথরের কাজ করিয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হয়। আজও তাহারা মেথরের পেশায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইদানীং পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন শহরে বিশেষঃ ঢাকা শহরে তাহাদের অনেককেই মেথরের সহিত একত্রে একই বস্তিতে বসবাস করিতে হইতেছে। তাহাদের গ্রাম্য বাসস্থানের সহিত এখনও তাহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আজও তাহারা তাহাদের মুসলিম পরিচয় বজায় রাখিতে পারিয়াছে। কালক্রমে যখন তাহারা তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

জন্মস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং মেথর বস্তিতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকিবে তখন তাহারা সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে মেথরদের সহিত সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবে। ফলে, দুই তিন পুরুষ পরে ইহাদের বংশধরদের পক্ষে একথা বিস্মৃত হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, তাহারা এক সময়ে এদেশের অন্যান্য মুসলমানের মতই খাঁটি মুসলমান ছিল। বর্তমানে তাহাদের বয়স্কদের নাম সাবেকরূপে আরবীই রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সন্তানগণের নাম ক্রমেই পরিবর্তিত হইয়া এমন অবস্থায় পৌঁছাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের সন্তানগণ যখন পরিবর্তিত সমাজে যৌবন লাভ করিবে তখন হয় তাহারা নিজেদের পরিচয় নিজেরাই হারাইয়া ফেলিবে। সময় থাকিতে যদি মুসলমান সমাজ সচেতন না হয় এবং ইহাদিগকে বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে হয়ত কালের গতিতে এ দলটিও লালবেগীদের মতই আত্মবিস্মৃত হইয়া মেথরদের মধ্যে আর একটী নূতন উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিবে।

বিস্মৃতির পথ হইতে এই বিরাট মুসলমান দলকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে এদিকে সমাজের দৃষ্টি পড়া উচিত। ইহাদের মধ্যে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা কুরআন ও সুন্নার প্রচার করিয়া তাহাদের মধ্যে ইসলামকে জীবিত রাখিতে হইবে। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দ্বারা মুসলমান মেথরদের জন্য ভিন্ন বস্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে জুম'আ জামা'আতের জন্য মসজিদ কায়িম করিতে হইবে। মুসলমান মেথরগণকে কোন ক্রমেই মেথর বস্তিতে একত্র বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাদের সন্তান সন্ততির জন্য তাহাদের বস্তিতে যাহাতে প্রাথমিক মক্তব কায়িম হয়, এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে যাহাতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মুসলিম পর্বদিনে যথা শবে মেরাজ, শবেবরাত ও শবে-কদর উপলক্ষে রাত্রের কাজ হইতে তাহাদিগকে যাহাতে পূর্ণ বিশ্রাম ভোগ করিতে দেওয়া হয়, রমযান মাসে সেহরী ও ইফতারের জন্য তাহাদিগকে যাহাতে সুযোগ দেওয়া হয় এবং ঐ মাসে তাহাদের কায়িক পরিশ্রম কম করা হয় তাহার জন্য চেষ্টা চালাইতে হইবে। জুম'আ ও ঈদাইনের জামা'আতে শামিল হওয়ার জন্য সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় তাহাদের জন্যও সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের বস্তিতে জুয়া খেলা ও মদ্যপান কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইলে মুসলমান মেথরগণ মুসলমানরূপে থাকিতে সক্ষম হইবে এবং কালক্রমে তাহাদের পেশা পরিবর্তন করিতেও কোন বিপত্তির উদ্ভব হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানে মাদক সেবন

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি-এ, বি-টি

পাকিস্তানে মাদক সেবন বা মদ্য জাতীয় বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোচনার পূর্বে ইসলাম মাদক সেবন সম্বন্ধে কি বলে তাহা জানা আবশ্যক। কারণ পাকিস্তানের এক দশমাংশ অধিবাসী ব্যতীত বাকী সমস্ত পাকিস্তানীই মুসলমান। ইসলাম তাহাদের ধর্ম, জীবন ব্যবস্থার নিয়ামক ও পথ নির্দেশক আর পাকিস্তান ইসলামের নামেই অর্জিত হইয়াছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উৎস কোরআন এবং হাদীসের শিক্ষাকে মুসলমানগণের জীবনে রূপায়িত করার আকাঙ্খা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা, স্থপতি এবং বর্তমান ভাগ্য নিয়ন্তাগণ কর্তৃক বারম্বার বিঘোষিত হইয়াছে। কয়েক বৎসরের বিরতির পর রাষ্ট্রের নামও শুধু 'পাকিস্তানের' পরিবর্তে পুনঃ "ইসলামিক রিপাবলিক পাকিস্তানে' রূপান্তরিত হইতেছে।

ইসলামের প্রধান এবং মূল ধর্মগ্রন্থ হইতেছে আল্লার কালাম—কোরআন মজীদ। মানুষের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার মূল নীতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই মহাগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলমানদের জন্য কোন্ বস্তু সুখাদ্য আর কোন্‌টি অখাদ্য এবং তাহাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কোন্‌টি কল্যাণকর আর কোন্‌টি ক্ষতিকর তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট বস্তুটি কেন অখাদ্য তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

মদ্য এবং মাদক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার বর্তমান পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রসূলুল্লাহর সঃ-র যুগে আরব দেশেও উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। এই সম্পর্কে কোরআনের প্রথম নির্দেশটি ইসলামের প্রথম যুগে রসূলে-খোদার মক্কা অবস্থিতি কালেই অবতীর্ণ হয়।

মদ্য সেবন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকিলেও নব দীক্ষিত মুসলমানদের ভিতর এমনও লোক ছিল যাহারা উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেও কোনদিন স্পর্শ করেন নাই। মদ্যের অনিষ্টকারিতা এবং অপকার সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্ব হইতেই অবহিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ সঃ-কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাহার সম্মুখে বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপিত করা হইত। রসূলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে প্রকাশ্য ওহি (কোরআন) অথবা গোপন ওহির (তাহার হাদীস) মাধ্যমে উহার জওয়াব প্রদান করিতেন। মদ বা মাদক দ্রব্য এবং জুয়া সম্বন্ধেও তাঁহার নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা হইলে আল্লার তরফ হইতে ওহি আসিল:

يسئلونك عن الخمر والميسر' قل
فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما
اكبر من نفعهما....'

"মাদক দ্রব্য এবং জুয়া সম্বন্ধে তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আপনি বলিয়া দিন, ঐ দুইটির ভিতর রহিয়াছে মহা পাপ আর (কতক) লোকের জন্য (কিছু) উপকার। তবে উক্ত দুই বস্তুর পাপ উহাদের উপকার অপেক্ষা অনেক বেশী....। (বাকারা: ২১৯ আয়ত)

মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্য আর জুয়া হইতে যাঁহারা দূরে ছিলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁহাদের মাদকের অপকার সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল; যাঁহারা সন্দিগ্ধ ছিলেন কিম্বা এসম্পর্কে নির্লিপ্ত অথবা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন তাহাদের অনেকেই কোরআন কর্তৃক মাদকের এই নিন্দাবাদে উহা পরিত্যাগ করিলেন।

এইভাবে মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে মুসলিম সমাজে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হওয়ায় কতক মুসলমান উহাতে অভ্যস্ত থাকিয়া যায়। তখন মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ সুরা নেসার নিম্নলিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন:

www.ahlehadeethbd.org

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون....'

"হে মুমেন মুসলমানগণ, তোমরা (মদখাইয়া) নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটে যাইও না—যে পর্যন্ত না (নামাজের ভিতর) তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার···।" সূরা নিসা—৪৩ আয়াত।

এই আয়াতাংশে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় নাই কিন্তু আল্লার প্রেরিত নামাজ নেশার অবস্থায় সঠিকভাবে আদা করা সম্ভব নয় বিধায় মদ-পান তৎপূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিষিদ্ধ হয়। এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর অনেকেই নামাজের পূর্বে মদ্যপান হইতে বিরত রহিলেন। আবার কেহ কেহ এই আপদ হইতে মুক্ত এবং এই ভয়াবহ ক্ষতি হইতে সর্বক্ষণ পবিত্র থাকার উদ্দেশ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিলেন। এইভাবে কিছু দিন চলার পর মদ্য, জুয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .

"হে ঈমানদার বান্দাগণ, নিশ্চয় সকল প্রকার মাদক দ্রব্য, সর্ববিধ জুয়া, সমস্ত 'আনসাব ও 'আয্-লাম' জঘন্য শয়তানী কাজ, সুতরাং এই জঘন্যতা বর্জন কর—তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।"

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশক্রমে উহা মদীনার গলিতে গলিতে প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। হযরত আনস ইবন মালিক বলেন, "আবু তালহার বাড়ীতে সে দিন আমাদের মদ্যপানের একটা উৎসব চলিতেছিল, আর আমি ছিলাম সে দিনের সাকী। পানভোজন পূর্ণোদমে চলিতেছে, এমন সময় বাহিরে হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হইল, الا ان الخمر قد حرمت "সাবধান, মদ হারাম হইল।" কোরআনের সদ্য অবতীর্ণ আয়াত পঠিত হইল, "মদ্য····শয়তানের জঘন্য ঘৃনিত কাজ উহা হইতে বিরত হও"।

এই আয়াত—এই সাবধান বাণী শ্রবণ মাত্র আবু তালহা বলিয়া উঠিলেন, "মদ দূর করিয়া দাও বাড়ী হইতে, বাহিরে ফেলিয়া দাও মদ যেখানে আছে"। নিষেধাজ্ঞা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ মাত্র উহা শ্রবণের মর্মকেন্দ্র স্পর্শ করিল, উত্তোলিত পানপাত্র নিমিষে হস্তচ্যুত হইল। শরাব পানের জৌলুস আড্ডা ও সরগরম জলসা এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া গেল। মদ্যাসক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাস চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। বোতল ও মটকায় সঞ্চিত সমস্ত মদ্য ঢালিয়া ফেলা হইল—মদীনার রাস্তা ও অলিগলী দিয়া মদের স্রোত বহিয়া গেল।

মদ্য সম্বন্ধে কোরআনের নির্দেশ বাণী এবং উহার ফলাফলের কথা শোনা গেল। এখন মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে হাদীসের বাণী শোনা যাক।

কোরআনী আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এবং উহার গুরুত্ব অনুধাবন করা যাইবে রসূলুল্লাহ সঃ-য় পবিত্র হাদীসে। সুতরাং মাদক সেবন সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) কি বলিয়াছেন তাহা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা উচিত। মদ্য এবং মাদক দ্রব্য সেবন সম্বন্ধে নবীর (দঃ) অনেকগুলি হাদীস বিভিন্ন হাদীস-গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি হাদীস নিম্নে উধৃত হইল ঃ

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে।

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلعم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها فى الاخرة ٥

ইবন উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নেশার বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশার বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় মদ পান করিবে এবং উহা হইতে তওবা না করিয়া পানাসক্ত অবস্থায় মারা যাইবে সে পারলৌকিক জীবনে উহা পান করিতে পারিবে না।"

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلعم مدمن الخمر ان

www.ahlehadeethbd.org

والعاق والديوث الذى يقر فى اهله الخبث ٠

ইবন উমর হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বেহেশত হারাম করিয়াছেন ১। মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি, ২। পিতামাতার অবাধ্য, এবং ৩। দাইয়ুস, যে তাহার পরিবারের অশ্লীল আচরণ সমর্থন করে।

সাহাবীগণ মদ্যপানকে কিরূপ ভয়াবহ মনে করিতেন তাহা অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা (রাঃ)এর মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে।

عن ابى موسى انه كان يقول لاابالى ان شربت الخمر او عبدت هذى السارية دون الله ٠

"সাহাবী আবু মুসা (রাঃ) বলিতেন, যদি আমি মদ্য পান করি অথবা আল্লাহ ছাড়া এই খুঁটির পূজা করি তবে এই দুইটির ভিতর কোন পার্থক্য করি না।" ইহার তাৎপর্য এই যে, মদ্য পানের আসক্তি ও নেশা আল্লার সহিত শের্কের মহাপাতকের সমান।—(নাসায়ী)।

অন্য এক হাদীসে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিতেছেন,

وحلف ربى عزوجل بعزتى لايشرب عبد من عبيدى جرعة من خمر الا سقيته من الصديد مثلها ولايتركها من مخافتى الاسقيته من حياض القدس ٠

মহান এবং শক্তিধর আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, "আমার ইয্যতের কসম, আমার বান্দাদের মধ্যে যে কেহ এক ঢোক মদ পান করিবে, আমি তাহাকে (দোযখের) অনুরূপ উত্তপ্ত পানি পান করাইব। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে উহার পান হইতে নিবৃত্ত থাকিবে আমি তাহাকে পবিত্র প্রস্রবন হইতে পানীয়) পান করাইব।—আহমদ।

আহমদের অন্য হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে আবু মুসা (রাঃ) আশআরী বর্ণনা করিতেছেন,

مات لقى الله تعالى كعابد وثن ٠

ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, মদ্যপানে চিরাভ্যস্ত ব্যক্তি যখন মারা যাইবে তখন সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় আল্লার সাক্ষাৎ লাভ করিবে যে মূর্তি পূজা করে। (—আহমদ ও ইবন মাজা)।

অপর হাদীসে আছেঃ

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلعم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلوة اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم يقبل الله له صلوة اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم يقبل الله صلوة اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلوة اربعين صباحا ولم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال ٠

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে আল্লাহ তাহার ৪০ দিনের নামাজ কবুল করেন না। যদি সে তওবা করে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন। পুনঃ সে যদি মদ খায় তাহার ৪০ দিবসের নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না। যদি সে তওবা করে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন। আবার যদি সে মদ খায় তাহার ৪০ দিবসের নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না, পুনঃ সে যদি তওবা করে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন। কিন্তু যদি সে চতুর্থবার মদ খায় আল্লাহ তাহার ৪০ দিবসের নামাজ কবুল করেন না। সে যদি তারপর তওবা করে আল্লাহ সে তওবা আর গ্রহণ করেন না এবং পরকালে আল্লাহ পূতিগন্ধময় অপবিত্র নদী হইতে তাহাকে পান করাইবেন। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন মাজা)।

অপর এক হাদীসে আছে,

عن ابن عمر ان رسول الله صلعم قال ثلثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر

www.ahlehadeethbd.org

الرحم ومصدق بالسحر .

তিন শ্রেণীর ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং (৩) যে ব্যক্তি যাদুবিদ্যা বিশ্বাস করে।

কাহারও কাহারও ধারণা হইতে পারে যে, যে পরিমাণ মদ্য বা মাদক দ্রব্য পান করিলে নেশা হয় না সেই পরিমাণ পান করা দোষনীয় নহে। আবার কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা রহিয়াছে যে প্রয়োজন স্থলে ঔষধ রূপে মদ্য বা মাদক মিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ ধারণার উৎস যাহাই থাকুক, উহা যে ভ্রান্ত তাহা রসুলুল্লাহর (দঃ) সুস্পষ্ট হাদীস হইতে জানা যায়।

عن جابر ان رسول الله صلعم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام .

জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে বস্তু অধিক পরিমাণে পান করিলে নেশা আনয়ন করে তাহার অল্প পরিমাণও হারাম। (—তিরমিযি আবূদাউদ ও ইবন মাজা)।

ঔষধরূপে ব্যবহারের অজুহাতও সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য। কারণ, রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। তিনি উহার জওয়াবে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই

عن وائل الحضرمی ان طارق بن سوید سال النبی صلعم عن الخمر فنهاه فقال انما اصنعها للدواء فقال انه لیس بدواء لکنه داء ٥

ওয়ায়িল হাযরামী বলিতেছেন, তারেক ইবন সুওয়াইদ রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট মদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। নবী (দঃ) উহার নিষিদ্ধতার কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, আমি উহার ঔষধ প্রস্তত করি। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) জওয়াবে বলিলেন, **উহা ঔষধ নয়, বরং উহা স্বয়ং একটি রোগ।**

মদের ব্যবহার এত অন্যায় ও ক্ষতিকারজনক কাজ যে উহার সহিত যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রসুলুল্লাহ (দঃ) লানৎ করিয়াছেন।

عن انس قال لعن رسول الله صلعم فی الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة الیه وساقیها وبایعها واکل ثمنها والمشتری لها والمشتری له .

হযরত আনাস বলিতেছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মদের সহিত সম্পর্কযুক্ত ১০ ব্যক্তিকে লানৎ করিয়াছেন। ১। যে ব্যক্তি অপরের জন্য মদ চোলাই করে, ২। যে ব্যক্তি নিজের জন্য মদ চোলাই করে, ৩। যে উহা পান করে, ৪। যে উহা বহন করে, ৫। যাহার নিকট উহা বহন করা হয়, ৬। যে মদ পরিবেশন করে, ৭। যে মদ বিক্রয় করে, ৮। যে উহার মূল্য খায়, ৯। যে উহা ক্রয় করে এবং ১০। যাহার জন্য উহা ক্রয় করা হয়।—(তিরমিযী ও ইবন মাজা)

য়াতিমের অভিভাবকের উপর য়াতিমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং উহার ক্ষতি হইতে না দেওয়া একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং সর্ব প্রযত্নে ইহা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু সে মাল যদি শরাব হয় তখন কি করা বিধেয়—এ সমস্যা দেখা দিয়াছিল সাহাবীদের সামনে স্বয়ং রসুলুল্লাহর (দঃ) যামানায়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এ সম্বন্ধে বলেন,

عن ابی سعید الخدری قال کان عندنا خمر لیتیم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلعم عنه وقلت انه لیتیم فقال اهرقه ٥

আবু সাঈদ আলখুদরী বলিতেছেন, আমাদের নিকট এক য়াতীমের শরাব জমা ছিল। যখন মায়েদার (মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধতার) আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন উক্ত মদের কি করা যাইবে তৎসম্পর্কে রসুলুল্লাহর (দ) নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বলিলাম, এই মদ একজন য়াতীম অনাথ দুঃস্থের। তিনি জবাব দিলেন, "ফেলে দাও—প্রবাহিত কর।"

অপর হাদীসে আছে

عن انس عن ابی طلحة انه قال یا نبی الله انی اشتریت خمرا لایتام فقال اهرق

www.ahlehadeethbd.org

الخمر والكسر الدنان .

আবু তালহার নিকট হযরত আনাস শুনিয়াছেন, তিনি (আবু তালহা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লার নবী, আমি আমার পোষ্য য়াতীমদের জন্য শরাব কিনিয়াছিলাম, রসূলুল্লাহ (দঃ) [এইটুকু শোনার পরেই বলিলেন, "শরাব প্রবাহিত করিয়া দাও এবং মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল।"

ইসলামে যে বস্তু নিষিদ্ধ তাহা সকল দেশের সকল যুগের লোকের জন্য সকল পরিবেশেই নিষিদ্ধ। গরম দেশের জন্য এক ব্যবস্থা আর শীতের দেশের জন্য অপর ব্যবস্থা হইতে পারে না। তবুও পরিবেশের পার্থক্যের ওজুহাত দেখাইয়া শীতের দেশে প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে আজও যেমন শরাব পানের পশ্চাতে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, তেমনি রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগেও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের ধরণ ও উহার ভাষা এবং উহার পশ্চাতে পেশকৃত যুক্তি এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট ও দৃঢ় কণ্ঠ জওয়াব এবং অমান্যকারীদের সম্পর্কে তাঁহার বজ্র কঠোর ব্যবস্থা আজিকার দিনে গভীরভাবে চিন্তণীয়। হাদীসটি এই :—

عن ديلم الحميرى قال قلت يارسول الله انا بارض باردة ونعالج فيها شديد وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت ان الناس غير تاركيه قال ان لم يتركوه قاتلوهم .

দায়লাম হিময়ারী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বলিলাম, হে রসূলুল্লাহ! আমরা একটি শীত প্রধান দেশে বাস করি আর আমাদিগকে সেখানে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করিতে হয়। আমরা এই গম হইতে শরাব প্রস্তুত করি, উহা দ্বারা আমরা আমাদের কার্য সম্পাদনে ও আমাদের দেশের শীত অপসারণে শক্তি সংগ্রহ করি। রসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি নেশা আনয়ণ করে? আমি বলিলাম, জি হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে উহা হইতে বারিত হও। আমি বলিলাম, লোকেরা উহা পরিত্যাগ করিবার নহে।

তিনি বলিলেন, যদি তাহারা উহা পরিত্যাগ না করে তাহাদের সঙ্গে জিহাদ কর।

(আবু দাউদ)

মদ্যপান সম্পর্কে উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে সব নির্দেশ এবং উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ রসূলে-খোদার বিভিন্ন হাদীসে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে তাহা আজিকার দিনে পৃথিবীর সর্বত্র এবং বিশেষতঃ ইসলামের জন্য অর্জিত পাকিস্তানে মদ ব্যাপক প্রচলনের যুগে গভীর ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। যে জিনিষের প্রতি মানুষের এতটা আসক্তি বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা কোরআন ও হাদীসে এত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং উহা সেবনের ফলে কঠোর দণ্ড ব্যবস্থার কারণ কি?

কোরআন মজিদে পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই মদের দ্বারা কিছু লোকের লোকের কোন কোন সময় কিঞ্চিৎ উপকার হইয়া যাকে সত্য, কিন্তু উহার অপকার ব্যাপকতর, অতীব ভয়ঙ্কর। এই ভীষণ ও ব্যাপক ক্ষতির কয়েকটি কোরআন মজিদেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العدوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون .

"নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দুশমনী এবং হিংসা বিদ্বেষ ছড়াইতে চায় এবং তোমাদিগকে আল্লার স্মরণ ও নামাজ হইতে বিরত রাখিতে প্রয়াস পায়।

মদ খাইয়া নেশায় মাতাল হইয়া মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে, তাহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পায়, বিচার ও বিবেচনা শক্তি অন্তর্হিত হয়, ভোগলালসা বর্ধিত হয়, কামভাব জাগ্রত ও উত্তেজিত হয়। তখন সে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পাগল হইয়া উঠে সে অনর্থের সৃষ্টি করে, পাগলামী করে, ফাহেশা কথা

(৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

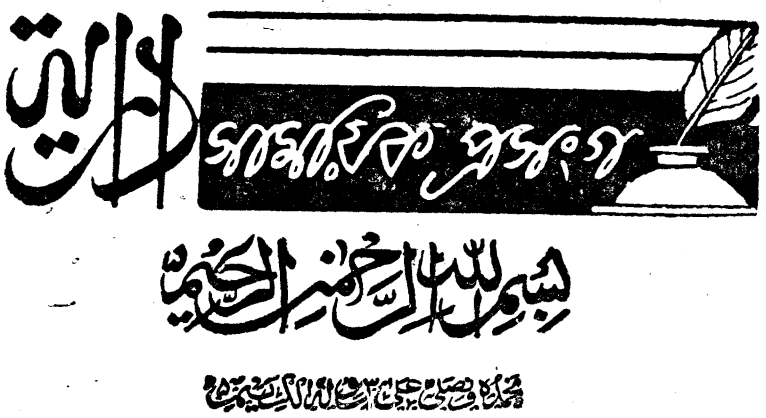

ইসলামী তমদ্দুন ও ঐতিহ্য

আজকাল পাকিস্তানী মুসলিমদের এক বিপুল অংশ তমদ্দুন ও ঐতিহ্যের নামে অসংখ্য ইসলাম বিরোধী কার্যধারাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইসলামের মধ্যে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাজেই যে কোন কার্যধারাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করিবার পূর্বে প্রত্যেক মুসলিমকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ প্রকার কার্যধারার পশ্চাতে ইসলামের সমর্থন ও অনুমোদন পাওয়া যায় কিনা। পূর্বপাকিস্তানী মুসলিমগণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আবরণে যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাকে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী ইসলামী লেবেল-আঁটা তমদ্দুন ও অপর শ্রেণীটি ইসলামী লেবেল শূন্য তমদ্দুন। প্রথম শ্রেণীর কার্যকলাপ সম্পর্কে ঐ প্রকার কার্য সম্পাদনকারিগণ দাবী করে যে, উহা ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত তমদ্দুন। ইহার উদাহরণ দুই ঈদের অনুষ্ঠান, মীলাদ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য সম্পাদনকারিগণ তাহাদের কার্যকে ইসলামী কার্য বলিয়া দাবী করে না—তাহারা উহাকে নিছক সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করিয়া থাকে। যথা, বাদ্য-যন্ত্রাদি বাদন অনুষ্ঠান, বার্ষিকী অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

তারপর ইসলামী তমদ্দুন নামে প্রচলিত ও প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার অনুষ্ঠানের পশ্চাতে বাস্তবিকই ইসলামের সমর্থন রহিয়াছে—যথা, 'ঈদাইনে নির্দোষ আনন্দ-উৎসব; আর অপর প্রকার অনুষ্ঠানের মূলে ইসলামী যুক্তি প্রমাণ মোটেই নাই—যথা, তথা-প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানও দুইভাগে বিভক্ত। এক প্রকার অনুষ্ঠান ইসলামী নীতির বিরোধী—যথা, বাদ্য-যন্ত্রাদি সংযোগে গান, বাদ্য-যন্ত্রাদি বাদন ইত্যাদি। আর অপর প্রকার অনুষ্ঠান প্রকাশ্য ভাবে ইসলামী নীতি বিরুদ্ধ না হইলেও ইসলামে উহার সমর্থন বা অনুমোদন পাওয়া যায় না। যথা, বার্ষিকী অনুষ্ঠান।

এই চারি প্রকার অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহা কিছু ইসলামী অনুষ্ঠানজ্ঞানে পালন করা হয় তাহার মূলে যদি ইসলামী সমর্থন থাকে তবে তাহা পালনযোগ্য হইবে। আর যে সকল কাজ ইসলামী অনুষ্ঠানজ্ঞানে পালন করা হয় অথচ

www.ahlehadeethbd.org

তাহার মূলে ইসলানী যুক্তি প্রমাণ পাওয়া যায় না তাহাকেই বলা হয় বিদ্'আত। বিদ্'আত ইসলামী শরী'আতে জঘন্য পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বিদ'আত সম্বন্ধেই নবী করীম সঃ বলিয়াছেন, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই আস্ত গুম্রাহী এবং প্রত্যেক গুম্রাহীর পরিণাম জাহান্নাম।

বস্তুতঃ, বিদ্'আত অনুষ্ঠানের পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ, বিদ্'আত কার্য সম্পাদনকারী বিদ্'আতকে পূণ্য-জ্ঞানে সম্পাদন করে বলিয়া এবং উহা যে শরী'আত বিরোধী পাপ কাজ তাহা সে ঘুণাক্ষরেও অনুধাবন করে না বলিয়া বিদ্আত হইতে তওবা করার অবস্থা তাহার মনের নিভৃত কোণেও স্থান পায় না। ফলে, বিদ্'আত কার্য সম্পাদনকারী বিদ্'আতের পাপের বোঝা মাথায় লইয়া মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে। এই বিদ্'আত হিজরী প্রথম শতক হইতেই ইসলামে অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং আজ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করিয়া চলিয়াছে।

বিদ্'আত কী ভাবে ইসলামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে তাহার কিছু আভাষ পাওয়া যায় শরহুল মওাকিক নামক 'আকায়িদ গ্রন্থে। গ্রন্থকার বলেন, "হযরত মূসা আঃ-র পরবর্তী পয়গম্বর নূন-পুত্র য়ূশা' আঃ-কে এক দল য়াহূদী মা'বুদ-রূপে পূজা করিত। ঐ য়াহূদী দলের ইব্ন-সবা নামক এক জন লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে সে একদিন হযরত 'আলী কঃ-কে বলে, "আপনিই তো আমাদের প্রকৃত মা'বুদ"। ইহাতে হযরত 'আলী কঃ তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে মদায়িন প্রদেশে তাড়াইয়া দেন। ইব্ন-সবা সেখানে গিয়া তাহার মতবাদ প্রচার করিতে থাকে। ফলে, সেই সময় হইতেই মুসলিম নামধারী একদল লোক তাহার মতবাদের অনুসরণে হযরত 'আলী কঃ-কে মা'বুদ বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। ঐ দলকে সবায়িয়াহ ফির্কা বলা হয়। তাহারা নিজেদেরে মুসলিম বলিয়া দাবী করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, হযরত 'আলী মরেনও নাই, নিহতও হন নাই। ইব্ন-মুলজিম যাহাকে হত্যা করিয়াছিল সে ছিল 'আলী-বেশী জনৈক শয়তান। হযরত 'আলী আসমানে অবস্থান করিতেছেন। বজ্র-গর্জন তাঁহারই কণ্ঠ-ধ্বনি এবং বিদ্যুৎ তাঁহার বেত্রাঘাতের অভিব্যক্তি। তিনি আবার পৃথিবীতে নামিয়া আসিবেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ন্যায় বিচার কায়িম করিবেন। তাই সবায়িয়াগণ বজ্র-গর্জন শুনিলে বলে, "আলাইকাস্সালাম, য়া আমীরল-মুমিনীন।"

এইভাবে বহু য়াহূদী প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতঃ, 'আবিদ-যাহিদ, 'আলিম-সূফী সাজিয়া সরল-প্রাণ সাধারণ মুসলিমদেরে বিপথগামী করিবার প্রয়াস পাইয়াছে—ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র য়াহূদীই নয়—বহু খৃষ্টানও ইসলাম কবুল করিবার পরে ইসলামী 'ইল্মসমূহে ব্যুৎপন্ন হইয়া, মুফ্তী পীর ইত্যাদি সাজিয়া ইসলামের নামে বহু ইসলাম-বিরোধী কাজ করিতে মুসলিমদিগকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে।

তারপর, অগ্নি-উপাসকগণও এ বিষয়ে মোটেই পশ্চাৎপদ থাকে নাই। বরং তাহারা যৌথভাবে ইসলামের নামে ইসলাম-বিরোধী কাজ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের অপচেষ্টায় বিশেষ সাফল্যও লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে 'শরহুল্-মওাকিফ' গ্রন্থে রহিয়াছে—

"পারস্যে 'ইনাদীয়া বা বিরোধী দল নামে

www.ahlehadeethbd.org

অগ্নি-উপাকদের একটি সম্প্রদায় ছিল। পারস্য যখন মুসলিমদের অধিকারে আসে তখন ঐ 'ইনাদীয়া সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হাম্‌দান -করমুত নামক দলপতির অধিনায়কতায় এক পরামর্শ সভায় সম্মিলিত হয়। তাহারা স্থির করে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই তাহাদিগকে বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ -করিতেই হইবে। অনন্তর, খাঁটি মুসলিমের বেশ ধরিয়া ছলে, কলে, কৌশলে মুসলিমদেরে তাহাদের ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতে হইবে। তদনুযায়ী তাহারা কয়েকটি নীতি গ্রহণ করে।

প্রথমতঃ উপযুক্ত ক্ষেত্র দেখিয়া প্রচার কার্য চালাইতে হইবে। অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, মূর্খ মুসলিমদের মধ্যেই তাহাদের প্রচার নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। মুসলিমদের মধ্যে যেখানে কোন ইসলাম-অভিজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যাইবে সেখানে প্রচার কার্য চালাইতে হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল লোকের আগ্রহ ও রুচির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বৈরাগ্যের প্রতি যাহাদের আকর্ষণ দেখা যাইবে তাহাদিগকে বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর করাইতে করাইতে ইসলামী গণ্ডীর বাহিরে লইয়া গিয়া ছাড়িতে হইবে। আবার বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির প্রতি যাহাদের আসক্তি দেখা যাইবে তাহাদের সম্মুখে তাহাদের নীতি ও কর্মপন্থার সমর্থনে ইসলাম হইতে যুক্তি প্রমাণ পেশ করিতে হইবে এবং তাহাদের ঐ দুর্নীতিমূলক কর্মপন্থাকে যুক্তিযুক্ত ও অপরিহার্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও কাজ সম্পর্কে তাহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যথা, কুরআন মজীদের কতিপয় সূরার প্রথমে যে বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি রহিয়াছে তাহার অর্থ অজ্ঞাত বলিয়া উহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মুসলিমদিগকে সন্দিহান করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের মনে এই প্রকার প্রশ্নগুলি জাগাইয়া ইসলামের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা শিথিল করিতে হইবে। যথা, প্রস্রাব নির্গত হইলে গোসল ফরয হয় না কেন এবং বীর্য নির্গত হইলে গোসল ফরয হয় কেন? স্ত্রীলোক ঋতুকালে নামাযও পড়ে না, রোযাও করে না। তবে, পরে রোযা কাযা করিতে হয় কেন আর নমায কাযা করিতে হয় না কেন? ফজরে কেন দুই রাক্'আত নমায ফরয হইল, আর মগরিবে কেন তিন রাক্'আত আর বাকী নমাযে কেন চারি রাক্'আত ফরয হইল? এই ভাবে ইসলামের অপর কার্যকলাপ সম্বন্ধেও মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া চলিতে হইবে।

অবশেষে, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে যাহার ফলে ঐ মুসলিমগণ তাহাদের মনের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার এবং তাহাদের সমস্যা-গুলির সমাধান দিবার উপযুক্ত কোন 'আলিম না পাইয়া বাহ্যতঃ-খাঁটি মুসলিম এই 'ইনাদীয়া সম্প্রদায়ের 'আলিমদের শরণাপন্ন হইবে।

চতুর্থতঃ, তাহারা ঐ মুসলিমদের নিকট হইতে এই মর্মে পাকা ওয়াদা লইবে যে, তাহারা তাহাদের গোপন তথ্য কোন ক্রমেই দলের বাহিরে কোন লোকের সামনে প্রকাশ করিবে না। তারপর ঐ মুসলিমদিগকে ঐ 'ইনাদীয়া দলের ইমামের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ 'ইনাদীয়া দলের ঐ ইমাম ঐ বিভ্রান্ত মুসলিমদের সামনে ঘোষণা করিবে যে, সে ইসলামের তামাম ইমামদের একান্ত অনুরক্ত ও অনুগত এবং সে কুরআন ও হাদীস পূর্ণরূপে 'আমল করিয়া থাকে। ঐ ইমাম তাহার এই

www.ahlehadeethbd.org

দাবীকে আশ্রয় করিয়া ঐ মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ জারী করিতে থাকিবে। মূর্খ, মুসলিম তাহাদের হাতে একবার পড়িলে তাহারা নমায, রোযা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল করিবার প্রয়াস পাইবে এবং তাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাইবে যে, নমায, রোযা এ সব বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র—আল্লার কাছে ইহার কোনই মূল্য নাই। অসভ্য আরবদিগকে ট্রেণিং দিবার জন্য ইহার প্রচলন হইয়াছিল—এখন ইহার কোনই প্রয়োজন নাই। এই ভাবে মুসলিমগণ নমায, রোযা হইতে অব্যাহতি পাইয়া ঐ ইমামের চরম ভক্ত হইয়া উঠিবে। অবশেষে তাহাদের আকায়িদের মূলে আঘাত হানিয়া তাহাদিগকে একেবারে বে-শরা করিয়া ছাড়িতে হইবে।"

বস্তুতঃ, ঐ অন্তরে—অগ্নি-উপাসক ভণ্ড মুসলিম দল তাহাদের কর্মসূচী পালন করিয়া অসংখ্য মুসলিমকে ইসলাম হইতে সরাইয়া ফেলে। তাহাদের চেষ্টার ফলে মুসলিমদের মধ্যে নানা প্রকার শিরক ও বিদ'আত প্রচলিত হয়। সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে তাহারা যে সকল বিদ'আত ও ইসলাম—বিরোধী কার্যকলাপ, আকায়িদ ইত্যাদির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের পরবর্তী যোগ্য গদ্দী-নশীনেরা যুগে যুগে তাহাই প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়ভাবে কায়িম করিতে থাকে। ফলে, আজ অধিকাংশ মুসলিমই ঐ শরী'আত গর্হিত মীরাস ও ঐতিহ্যকে ইসলামী ঐতিহ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। সহস্র সহস্র তথাকথিত 'আলিম আজ বিদ'আতের পঙ্কিল জলাবর্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে—যে পর্যন্ত তাহারা একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে আমল-আকায়িদের কষ্টি পাথররূপে গ্রহণ না করিবে তাহাদিগকে ঐ ভাবে ঘুরপাক খাইয়াই জীবন শেষ করিতে হইবে।

এইরূপ একটি নূতন ফিত্না, একটি নূতন বিদ'আত পূর্বপাকিস্তানে আত্মপ্রকাশ করে গিলাফে কা'বার ছদ্মবেশে। গিলাফে কা'বা নামে পূর্বপাকিস্তানে যাহা আমদানী হইয়াছিল তাহা একটি কাপড় মাত্র। কা'বার সহিত উহার কোন সম্বন্ধই ছিলনা। কাজেই উহাকে সালাম করা যে কোন পাথর বা বৃক্ষকে সালাম করারই সমতুল্য হইয়াছে; উহার সামনে শ্রদ্ধাবনত হওয়া আর যে কোন কাঠ পাথরের সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত হওয়ার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কারণ শরী'আতের নযরে এই প্রকার কোন কাপড় বিশেষের কোনই মর্যাদা নাই। এই প্রসঙ্গে হজর-আসওদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হজর-আসওদ কা'বা প্রাচীরে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। এই হজর-আসওদকে নবী করীম সঃ চুম্বন করিয়াছেন বলিয়াই উহা চুম্বন করা শরী'আতে সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি হযরত 'উমর রাঃ ঐ হজর-আসওদকে চুম্বন করিবার সময়ে বলিতেন, "আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র। আমি বিশ্বাস রাখি যে, তুমি কাহারও কোন উপকারও করিতে পার না অপকারও করিতে পার না। আমি যদি রসূলুল্লাহ সঃ কে তোমায় চুম্বন করিতে না দেখিতাম তাহা হইলে আমি কিছুতেই তোমাকে চুম্বন করিতাম না।"

হযরত 'উমর রাঃ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শ। ইসলামের দুশমনগণ মুসলিমদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, মুসলিমগণ কা'বা-ঘরের পূজা করে। বাস্তবিকই তথাকথিত গিলাফে কা'বাকে চুম্বন দিয়া এবং উহাকে বরকতের মূল জ্ঞানে ও বিশ্বাসে ভক্তিভরে উহা স্পর্শ করিয়া মুসলিমগণ তদপেক্ষা জঘন্য কাজ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছে—একটি কাপড়কে তাহারা পূজা করিয়াছে। ইসলামী বিধান মতে তওবা ছাড়া তাহাদের নাজাতের কোন উপায় নাই।

'ঈদুল্-আয্হা

'ঈদুল্-আয্হা আগত-প্রায়। অন্যান্য ইস্লামী অনুষ্ঠানের ন্যায় এ অনুষ্ঠানও প্রত্যেক বৎসরে একবার আসিয়া থাকে। 'ঈদুল্-আয্হার প্রধান অনুষ্ঠান কুরবানী। রসূলুল্লাহ সঃ কুরবানীর দিনটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ঐ দিনে আল্লাহ তা'আলার নিকটে কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করিবার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কোন কাজ হয় না।

কুরবানীর তাৎপর্য আল্লার নামে উৎসর্গ করা, আল্লার উদ্দেশ্যে বিলাইয়া দেওয়া। 'ঈদুল্-আয্হা অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিম এই দিনে তাহার জান-মাল, আল্-আওলাদ সব কিছু আল্লার উদ্দেশ্যে কুরবান করিবার দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং ঐ দীক্ষার প্রতীক ও চিহ্ন-স্বরূপ শরী'আত অনুমোদিত কোন জীব যবেহ করিয়া আত্মীয়-স্বজন, গরীব দুঃখী সকলে মিলিয়া উহা খাইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক বৎসরই কি এই দিনে 'হাতে-খড়ি' লইয়া বৎসরের বাকী ৩৫৪ দিন নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে? আবার পরের বৎসর হইবে 'হাতে-খড়ি;" আবার তৃতীয় বৎসর হইবে 'হাতে-খড়ি!" এম্নিভাবে কি সারা জীবন কেবলমাত্র 'হাতে-খড়িই' হইতে থাকিবে?

না, না; তাহা কখনই হইতেই পারে না। ইস্লামের উদ্দেশ্য কখনই তাহা নয়—শরী'আতের লক্ষ্যও উহা নয় বরং প্রত্যেক মুস্লিমকে ইসলামী প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রতিদিন অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। গত বৎসর কুরবানীর দিনে, আল্লার ওয়াস্তে আত্মত্যাগ ব্যাপারে যে খুলুস, যে আন্তরিকতা ছিল এ বৎসরে তদপেক্ষা উত্তম আন্তরিকতা ও খুলুস অন্তরে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সারা বৎসর ধরিয়া কেবলমাত্র এই ধ্যান ও এই চিন্তা করিতে হইবে যে, আমার প্রত্যেকটি কাজ যেন দিনে দিনে উত্তরোত্তর সুন্দরতর, অকপটতর হইতে থাকে। এই কুরবানীর দিনে প্রত্যেক মুসলিমকে আবার নূতন করিয়া আল্লার সহিত এই ওয়াদা করিতে হইবে যে, সে প্রতিদিন নিজের কাজকে উন্নততর বিশুদ্ধতর করিতে থাকিবে। ইহাই ইস্লামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।

তারপর এই দিনে আত্ম-ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ সম্বন্ধে আল্লার সাথে এই মর্মে বিশেষ পাকা ওয়াদা করিতে হইবে যে, সে নিজের সর্বস্ব আল্লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার জন্য তাহার অন্তরকে তৈয়ার করিতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা তামাম মুসলিমের নীয়াতে খুলুস দান করুন। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ১৯৬৩

জানুয়ারী মাস

যিলা ঢাকা

অফিসে প্রাপ্ত

১। ডাক্তার মৌঃ মোহাঃ নিয়ামতুল্লাহ এম, বি, বি, এস, নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ২। মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম, বি, এ, কে, বি, শাহারোড নারায়ণগঞ্জ এককালীন ১০৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ ওমর আলী মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন ৬৲ ৪। নাম অজ্ঞাত মারফত মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম বি, এ, ঠিকানা ঐ এককালীন ৪৲ ৫। মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম বি, এ, ঠিকানা ঐ এককালীন ৩'৫০ ৬। মৌঃ মোহাঃ শামছুজহা খান জমঈয়ত সদর দফতর এককালীন ১৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুল আযিয এককালীন ১৲ ৮। মোহাঃ মুজাম্মেল হক মিঞা ১০৫ নং নাজীরা বাজার লেন আকীকা ৫৲।

যিলা ময়মনসিংহ

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কাদের মাহমুদ সরকার শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীছ সাং কুতুববাড়ী পোঃ ভরুয়াখালী ফিতরা ৫৬'২৫ ২। মোহাঃ শরিফ-উদ্দীন মুন্‌শী সাং আদিলপুর পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ১৩'৭৫ ৩। মোহাঃ আবদুল গণী, আরামনগর আলিয়া মাদ্রাসা, এককালীন ৩৲।

আদায় মারফত মওলানা মোঃ মতিউর রহমান খান সাহেব সাং কাঞ্চনপুর টাঙ্গাইল

৪। মোহাঃ বৈলার খান, কাঞ্চনপুর কাযির-পাড়া পোঃ কাঞ্চনপুর টাঙ্গাইল ফিৎরা ৪৲ কুরবানী ২৲ ৫। মোহাঃ হেলাল উদ্দিন সাং তারাবাড়ি পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ৬। মোহাঃ নায়েব আলী সরকার সাং আদাজান পোঃ ঐ কুরবানী ২৲ ৭। মৌঃ মোঃ মছলেম উদ্দীন সাং কোদালিয়াপাড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ২৲ কুরবানী ১৲ ৮। মুন্‌শী মোঃ মফিজ উদ্দীন সাং হাবলা বিলপাড়া পোঃ টেঙ্গুরিয়া পাড়া যাকাত ৫৲ ৯। মোহাঃ আবদুল আলী মিঞা সাং তারাবাড়ী পোঃ কাঞ্চনপুর যাকাত ৪৲ ১০। হাজী মোঃ সাহেব আলী ও আমজাদ আলী বেপারী সাং ও পোঃ মাহেরা ফিৎরা ২৲ ১১। মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ খান সাং মীরকুমুল্লী পোঃ করটিয়া ফিৎরা ৪৲ ১২। আবদুল আযিয কবিরাজ সাং ও পোঃ মহেরা ফিৎরা ৫'৬২ ১৩। মুন্‌শী মোঃ খোদা বখশ সাং মাদার কোল, দেলদোয়ার ফিৎরা ৯৲ ১৪। মওলানা আব-দুন্নুর ও মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩'৫০ ১৫। মৌঃ মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন তালুকদার ও মৌঃ মোহাঃ এসহাক সাং ও পোঃ টেঙ্গুরিয়া পাড়া ফিৎরা ২৲ ১৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুসশুকুর আখন্দ সাং বন্নি পোঃ বাথলী ফিৎরা ১০৲ ১৭। মুন্‌শী মোহাঃ আবু আহমদ খান সাং হাবলা দক্ষিণ পাড়া পোঃ টেঙ্গুরিয়া পাড়া ফিৎরা ১৲ ১৮। মোহাঃ আবদুন্নূর সরকার ও আবদুল আযিয সাং বাইদপাড়া পোঃ কাঞ্চনপুর ফিৎরা ২৲ কুরবানী ২৲ ১৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস সিকদার সাং ও পোঃ সুন্নাহ ফিৎরা ৫৲ ২০। মুন্‌শী মোহাঃ আফাজ উদ্দীন আনছারী সাং সিঙ্গাড়া পোঃ খলিয়াজানী কুরবানী ৫৲ ২১। হেলাল উদ্দীন আহমদ সাং তারাবাড়ী পোঃ কাঞ্চনপুর যাকাত ৫৲ ফিৎরা ৭৲ ২২। হাজী মোহাঃ ইসমাঈল খান ও দাদের আলী খান সাং

www.ahlehadeethbd.org